নীলকণ্ঠ-গীতাবলী।

(মহাত্মা নীলকণ্ঠ ও শশিকণ্ঠ আদি মহাত্মাগণের
ভাবময় পদাবলী।)

কবিরাজ এস, বি, পালের দ্বারা
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

4 JUL 1957
৪৮২৩

printed by—LALCHAND DUTT,
AT
THE SARODA PRESS
Ram Chandra Maitra's Lane Shambazar Street
CALCUTTA.
1906

মূল্য ।• চারি আনা।

নিবেদন।

—○—

করুণাময় জগদীশ্বর এই নশ্বর জগতে এমন কি বিষয় সৃজন করিয়াছেন, যাহাতে জীবগণ মনের বিকার শূন্য ও আনন্দ উদ্ভব এবং মনের শান্তি প্রাপ্ত হয়। সে বিষয়টী কি বলিতে পারেন? সঙ্গীত ও রমণী, এই দুইটী সংসারের সার! কারণ রমণী সৌন্দর্য্য ও সুশ্রদ্ধায় মন বিমোহিত হয়, আর সঙ্গীতের সুমধুরকীর্ত্তন শ্রবণে মনে আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হয়। বিশেষ রমণী নরকের দ্বার স্বরূপ, সঙ্গীত স্বর্গের সোপান স্বরূপ। সঙ্গীতের আলাপে বন্য পশু হিংস্র জন্তুগণ ও দেবগণ পর্য্যন্ত বশীভূত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সঙ্গীতের আলোচনা এক প্রকার লোপ হইয়াছে। অধুনা আমি কীটানুকীট ও বামন হইয়া, সেই স্বর্গ-সোপানের কণ্টক দূরীভূত করিব, এ আশা দুরাশা। তবে যতদূর মহোদয়গণের মনতুষ্টি করিতে পারি, তাহাতে যত্নবান হইলাম। এ পুস্তকে পদ সঙ্গীত (জ্ঞানমার্গ) মহাত্মা শ্রীনীলকণ্ঠের ও শশিকণ্ঠের এবং অন্যান্য মহাত্মাগণের গীতগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সংযোজিত করিয়া মহোদয়গণের করপুটে অর্পণ করিলাম, মহোদয়গণ চরিতার্থ হইলে আমি কৃতার্থ হইব। ইতি।

সংগ্রহ কারক

কবিরাজ এস, বি, পাল।

কলিকাতা।

নীলকণ্ঠ-গীতাবলী।
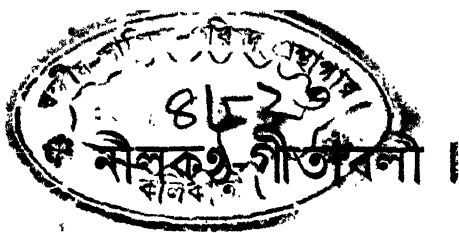
প্রস্তাবনা।

গণেশ বন্দনা।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

নমস্তে শ্রীগজানন, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন,
বিদ্যাপতি জ্ঞানদাতা মঙ্গল কারণ।
নমঃ ব্রহ্ম সনাতন, নমঃ পার্ব্বতী নন্দন,
নমঃ শুভ দরশন, নমঃ মুষিক বাহন॥
নমঃ দেব লম্বোদর, খর্ব্ব স্থুল তনু সুন্দর,
ললাটে সিন্দূর শোভে চতুর্ভুজ ধারণ।
কালিকানন্দ বন্দে চরণ, মন্দ বুদ্ধি হর গণপতি,
সুমতি দেহ সম্প্রতি, ল'য়েছি তব শরণ॥

স্বরস্বতী বন্দনা।

রাগিণী ইমণকল্যান—তাল চৌতাল

নমস্তে মা বীণাপাণি, শ্বেত সরজ-বাসিনী,
শ্বেতবসনী, শ্বেত ভুষনী, জয় জয় শ্বেতাঙ্গিনী।

সপ্তস্বর তিন গ্রাম, উনপঞ্চাশ কোটী তান,

উলত পুলত লাগ ডাঁট, লয়রঞ্জনকারিণী ॥

সম্বে সম গমক তাল, শ্রুতি মাত্রা কাল অকাল,

উপজ অতীত অনাঘাত সবহি রাগ রাগিণী।

বাদী সম্বাদী কমল, তেওর কোড়ী অতি কোমল,

বোলচাল যন্ত্র সকল, মাতঃ শব্দরূপিণী ॥

আগম নিগম নাদ বেদ, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ভেদ,

ছন্দ বন্দ রচনাদিক, সর্ব্বশক্তি দায়িনী।

জ্ঞান অন্ধ কালিকানন্দ, বন্দে মাতঃ চরণ তেরো,

কণ্ঠমে বিরাজ আয় এমা বাক্‌বাদিনী ॥

গুরু বন্দনা।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বন্দো গুরু চরণ কমল, হোত যাসোঁ মতি বিমল,

সুখ সম্পদ ভক্তি অচল, জ্ঞানমুক্তি কারণম্।

জগমে নহি আওর কোই, দেন হার বাঞ্ছিত ফল,

যো মাগোঁ, সেই পাও, যোগ ভোগ সাধনম্ ॥

দয়া ধর্ম্ম যশ কীর্ত্তি, সাম দান দণ্ড ভেদ,

শ্রদ্ধা প্রেম সদ্‌গতি, রীতি নীতি ধারণম ॥

জ্ঞান ধ্যান বেদ বিধি, অষ্ট সিদ্ধ নও নিধি,

কালিকানন্দ করত তেরো পাদ পদম্ আরাধনম্।

শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

জয় যদুপতি যজ্ঞেশ্বর, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর,
আদ্য অনাদ্য সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তি কারণম্।
দীননাথ দীনবন্ধু, হৃষিকেশ কৃপাসিন্ধু,
ভব ভয়-হারী বেহারী, গোবর্দ্ধন ধারণম্॥
মদনমোহন, মধুসূদন, দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন,
হরি দয়াল ভক্ত তারন, শঙ্খাসুর ঘাতনম্।
দামোদর বিশ্বম্ভর, পরম পুরুষ জগদীশ্বর
নারায়ণ বাসুদেব, বসুমতী উদ্ধারণম্॥
রাধারমণ শ্রীগোবিন্দ, কালীয় দমন যশোদানন্দ,
গোপীনাথ গোপীবল্লভ, পাতকীজন তারণম্!
দাস তেরো কালিকানন্দ, হো দয়াল দে আনন্দ,
বন্দোঁ তোঁহে কৃষ্ণচন্দ্র, কাল কলুষ নাশনম্॥

শঙ্কর বন্দনা।

রাগিণী ভৈঁরো—তাল তেতাল।

জয় জয় সিঙ্গা ডুমুর বাদ্য, ধরহে গঙ্গাধর সে সুবাদ্য—
তুমি সাধক সাধনে অতি সুসাধ্য, পরমারাধ্য পরমেশ্বর॥
জয় জয় যোগী যোগ সন্ন্যাসী, আয়ুর্ব্বেদ বেদ বেদ শশী,
সতত উদাসী সদা শ্মশানবাসী—
পরম সন্ন্যাসী শশী শেখর॥

ব্যোম ব্যোম ভোলা বহে স্থূল ভুল, শ্রীকণ্ঠে কর্ণে শোভে শূলফুল,
আঁখি ঢুলু ঢুলু জটা দোল দোল, কুলকুল করে সুরধনী শির।
জয় জয় কালী কাল কর্ত্তা, জয় জয় কালী কাল কর্ত্তা,
জয় জয় কালী কাল হর্ত্তা, জগৎ কর্ত্তা জগৎ ভর্ত্তা,
জগত আত্মা জগদীশ্বর॥
জয় জয় প্রভু কালকুট কণ্ঠ, ধর ধর প্রভু নীলকণ্ঠ,
অতি উৎকণ্ঠ, দীন কণ্ঠ, তব নামামৃত কর তারে ভবপার॥

ভগবতি বন্দনা।

রাগিণী খাম্বাজ---তাল একতালা।

ওমা ওমা এলোকেশী, জয় মা যোগেশী,
যোগেন্দ্র মহিষী, নগেন্দ্র বালিকে।
নৃমুণ্ড মালিকে, জয় মা কালিকে,
সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা, সর্ব্বত্র ব্যাপীকে॥
মল্লে মৃন্ময়ী, শিখরে কল্যাণী,
বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বসুখ দায়িকে।
সর্ব্ব রাজদ্বারে বিরাজ রুক্মিণী,
অম্বিকানগরে হও মা অম্বিকে॥
শ্বেতবন্ধে গো তুমি রামেশ্বরী,
ব্রজধামে গো মা তুমি শ্যামেশ্বরী,
তুমি সর্ব্বেশ্বরী ঈশ্বর ঈশ্বরী,
রাজরাজেশ্বরী ভূপাল পালিকে।

কামরূপে কালী কাম প্রদায়িনী,
জ্বালামুখী জ্বলে জ্বলন্ত আগুনি,
কালীঘাটে কালী কৈবল্য দায়িনী,
তারা পৃষ্ঠে তারা ত্রিতাপ নাশিকে।
প্রভাতে কুমারী মধ্যাহ্নে যুবতী,
সায়াহ্নে বৃদ্ধানী হও মা নীতি নীতি,
শ্রীনবদ্বীপ ধামে নীল সরস্বতী,
নীলকণ্ঠের কণ্ঠে আনন্দ-দায়িকে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

মা আমার মাতা কি পিতা।
খুজে বেদবেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র পাইনে মা তোর অন্ত কোথা।
রামরূপে ধর ধনু, শ্যামরূপে বেণু
শ্যামারূপে ধর অসি অসীতা;
পদে দেয় কেউ তুলসি, কেউ আতসী,
কেউ জবাঞ্জলী বেলের পাতা।
হে মা পুরুষ কি প্রকৃতি তোমার মুরতি,
কে জানে বিশ্বমাতা।
তোমায় বিশ্বরূপে, যে রূপে ভাবে মা,
সেই রূপে যাওগো তথা॥
নীলকণ্ঠের অন্তর, ভাবে নিরন্তর,
তুমি গো ঈশ্বরী পরম ধাতা।
তুমি যদি মা হবে মা,
তবে কিসের দায়ে, মায়ের পায়ে,
গড়াগড়ি দিয়ে পড়বেন পিতা।

গঙ্গার বন্দনা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

ওমা সুর শৈবলিনী, জগত জননী,
শঙ্কর মৌলি নিবাসিনী গঙ্গে।
মম পাপাটবী, ছেদ মা জাহ্নবী,
কৃপান স্বরূপ, কৃপা অপাঙ্গে॥
গোলক-বাসিনী, ত্রিলোক পূজিতা,
ত্রিলোক আরাধ্যা, ত্রিলোকে ত্রিধারা,—
সর্ব্বতীর্থময়ী সর্ব্ব পাপহরা,
ভব দারা ভব কলুষ ভঙ্গে।
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা সকলেতে গায়,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কার্য্যে দেখা যায়,
তোমার জীবনে, যদি জীবন যায়,
বিষ্ণুপদ পায় সে পাপাঙ্গে॥
কে জানে মা গঙ্গে, তব গুণ গরিমা,
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারে সীমা,
আমি জ্ঞানহীন, কেমনে কহি মা,
অসীম মহিমা তব তরঙ্গে।
তোমা হীন দেশে হই মহাজন,
অথবা রাজেন্দ্র বহু ধন জন,
সে সুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন,
বিসর্জ্জন সে সুখ গঙ্গে॥

তব তীরে হই শরট করট,
কিম্বা নীরে হই কুম্ভীর কমঠ,
সেই ভাগ্যবান তট সন্নিকট,
জন্মে যদি ওমা কীট পতঙ্গে॥
তব তীরে স্থান, তব নীরে স্নান,
তব জলপান, তব রূপ ধ্যান,
যে করে জগতে সেই ভাগ্যবান,
তাই শুনি মাগো পুরাণ প্রসঙ্গে।
কণ্ঠ কহে যে দিন স্মরি অম্বিকায়,
এ দেহ মিশাবে পঞ্চ ভূতাত্মায়,
সে দিনে এ দীনে রেখো, রেখো রাঙ্গাপায়
ভাসে যেন কায়, তব তরঙ্গে॥

কমলা বন্দনা।

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

ওমা দীন দয়াময়ী, জগত পালিনী,
কমল আসনা, কমল রঞ্জিনী।
শাকম্বরী রূপে তুমি মা জীবের জীবন,
তুমি বিনে জীব দেখে আঁধার ভুবন,
তুমি গো অন্নদা, তুমি গো জ্ঞানদা,
সুখ মোক্ষদাতা, তুমি মা জননী॥

তুমি মা যার থাক গো মন্দিরে,
ত্রিলোক মাঝারে তারে সমাদর করে,
দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান, বিদ্যা জ্যোতি মান,
ধনে পুত্রে সুখে বঞ্চে মা দিন রজনী।
তুমি মাগো যার উপরে নিদয়,
লক্ষ্মীছাড়া তারে বলে ধরাময়,
উদর জ্বালায় পুড়ে, হাহাকার করে,
সদাই নয়ন ঝরে, আঁধার দেখে অবনী॥
তুমি গো জননী, ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী,
তোমার তরে কেশব হয় বংশীধারী,
বাজায় বাঁশরী, গোঠে গোঠে ফিরি,
দিবসশর্ব্বরী তব ধ্যানে রহে মা নারায়ণী।
শশিকণ্ঠ কয় কে জানে মা তোমার অন্ত,
চতুর্ব্বর্গ ফল আছে মা তব পদপ্রান্ত,
যারে কর দয়া, সেই মা কৃতার্থ,
পরমার্থ পায় মা অন্তিমে ওগো ত্রিনয়নী॥

জ্ঞাতব্য—মহাত্মা শশিকণ্ঠ অর্থাৎ কবিরাজ
এস, বি, পাল।

প্রার্থনা।

গীত।

(আমার) বৃথায় দিন গেল হে হরি।
আমি ভজন সাধন কখন করি॥
প্রভাত শর্ব্বরী, উঠি মনে করি,
তুলসীকুসুম চয়ন করি,—
তোমার এমনি মায়া যোগ, হয় না মনোযোগ,
ভূতের বেগার খেটে মরি॥
বৃথা ভবে আসা, বৃথা সব ভরসা,
দুরাশা সাগরে ডুবে মরি।
আমার কেহ নাই বন্ধু, ওহে দীনবন্ধু,
এই ভবসিন্ধু কিসে তরি॥
অভিলাষ করি, হৃদয়েতে ধরি,
শমন দমন চরণ তরি।
আমার রইলো মনে সাধ, হরিবে বিষাদ,
বিবাদ ক'ল্লেন ছয়জন অরি॥
পলাইতে চাই, পথ নাহি পাই,
কুসঙ্গ র'য়েছে ঘেরি।
আছে চতুর্দ্দিকে ব'সে বেঁধে মায়াপাশে,
রমানাথ তারে কি বাজমারি॥

নীলকণ্ঠ-গীতাবলী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গীত।

(জীবের) আমা বলা সাজে না নরে।
হরি তোমা ভিন্ন আর বিশ্বরূপ কি আছে সংসারে ॥
হরি আমি যদি আমার হ'তাম,
তা হ'লে কি কষ্ট পেতাম,
মায়া জেতাম সত্য ঘাটবারে,—
ও মন এম্‌নি পাজি, কভু রাজি, না হয় সম্বরে ॥
এই দেহের মধ্যে কে যে আমি,
তাই যদি জানলেম না আমি,
তবে আমি, আমি কি কোরে—
ঐ আমি ব'লে কর্ত্তা সাজা পাগলামি ক'রে।
নীলকণ্ঠ কহে পাপসাগরে,
আর কতদিন ভাস্‌বি নীরে অকূল পাথারে,
হরি দেও হে তরি, চরণতরি,
লওহে পার ক'রে ॥

গীত।

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
কবে ব'ল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে যুগল মন্ত্রে হব উপাসনা,
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার।
কত দিনে হবে সর্ব্ব জীবে দয়া,
কত দিনে যাবে গর্ব্ব মোহ মায়া,
কত দিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া,
নত হব লতা যে প্রকার॥
কত দিনে হবে জ্ঞানোদয় মম,
কত দিনে যাবে ক্রোধ কাম তমঃ,
কত দিনে হব তৃণাদির সম,
রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার॥
কবে যাবে জাতি কুলেরই ভরম,
কবে যাবে আমার ভরম সরম,
কবে যাবে আমার, ধরম করম,
কত দিনে যাবে লোকাচার।
কবে পরেশমণি কর্‌ব পরশন,
লৌহ দেহ আমার হইবে কাঞ্চন,
কত দিনে হবে কষ্ট বিমোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥

কত দিনে শুদ্ধ হবে মম মন,
কবে যাবে আমার এ ভ্রম ভ্রমণ,
কতদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন,
যথা ইষ্ট নিষ্ঠ পরিবার।
কত দিনের ব্রজের পথে কুলি কুলি,
কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কয় কবে পিব করে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥

গীত।

আমি মুক্তি চাইনে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, তোমার শ্রীপদে, ভক্তি-ভিক্ষা করি॥
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব,
হইব প্রেম অধিকারী॥
আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটাও না বংশীধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে, চিনি খাওয়া ভাল,
আমি দেখিলাম চিন্তা করি,—
সাষ্টি, সামিপ্য, করি লক্ষ লক্ষ,
মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাসমণ্ডলে,
রহিব রাসবিহারী॥
যেন জন্মে জন্মে আসি, হ'য়ে সেবা দাসী,
চামর ব্যজন করি॥

গীত।

চিন্তা ক'রোনারে আর।
চিন্তামণির চিন্তা কর, যাবে চিন্তা-ভার॥
(ও মন) দেখিয়ে সামান্ত নদী,
এত ভয় কর যদি,
ভব-নদী কেমনে হবি পার ;—
সে যে বিষম প্রবল নদী, অকূল পাথার।
হরি হরি হরি ব'লে, ডাকরে দুই বাহু তুলে,
নদীকূলে দাঁড়ায়ে একবার ;—
হরি নিজে হরিবলে, করি কোলে, ক'রে দেবেন পার॥
চিন্তামণির দুটী চরণ, সকল ভয় বারণ কারণ,
তাও কি তুমি জাননা রে মন ;—
সে যে কালীয় দমন কাল নিবারণ, ব্রহ্ম সারাৎসার॥
নীলকণ্ঠ কহে তারে, বৃথা ভাবনা ভাব কিসে,
অন্তরে ভাব সে পীতবাসে ;—
ভাবলে তাঁরে, আনন্দপুরে, যাবি রে মন আমার॥

গীত।

হরি তুমি দুঃখ দাও যে জনারে।
তার কেউ দেখে না মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ,
দুঃখের উপর দুঃখ, সুখ নাই ত্রিসংসারে।

ও তার ঘরে এসে ঢুকে নানা ব্যাধি,
আগে মরে তার পুত্র পৌত্রাদি,
জামতা কন্যা দৌহিত্র থাকে যদি,
ও তার পুষ্যিপুত্র নিলেও মরে !
ও তার ক্ষেত্রে হয় না শস্য, বৃক্ষে হয় না ফল,
দুগ্ধবতী গাভী দুধ হীন সকল,
তার সরোবর হয় শূন্য, শুখায়ে যায় জল,
জল বিনা সব মৎস্য মরে ॥
জলে বাস করিলে জলে জ্বলে আগুন,
পোড়ে কোটা বাড়ী ছোটে টালি চুণ,
(হরি) তুমি যার যখন কপালে লাগাও হে আগুন,
ও তার লোহার কড়িতে ঘুণ ধরে ॥
বাণিজ্য করিতে গেলাম দূর দেশে,
খাঁটি সোণা রূপা কিন্‌লাম্ মেজে ঘোষে,
কপালক্রমে হয় তাঁমা দস্তা শিশে.
হীরের দরে কিন্‌লেম জীরে।
কোথা থেকে পাপ ঋণ এসে জোটে,
দেনার দায়ে বিকায় জায়গা জমী ভিটে,
নীলকণ্ঠ কয় বেড়াই ছুটে ছুটে,
খেটে লুটে পেট না ভরে ॥
পূর্ব্ব ধন তার গাড়া থাকে ঘরে,
অদৃষ্টেরি দোষে যায় স্থানান্তরে,
যা কিছু রয়, লয় সব চোরে,
ও তার দলিল পত্র উড়ে যায় রে ॥

গীত।

হরি তুমি যার হও হে আপন।
তার কে পারে করিতে শত্রুতা সাধন ॥
(দয়াময়) যার উপরে পড়ে তব কৃপাদৃষ্টি,
মরুভূমি মাঝে হয় যেন হে সুবৃষ্টি, (হরি হে)
তার বাসনার অতীত, সুফল নিশ্চিত, ফলে নিরঞ্জন ॥
যার প্রতি প্রীতি হও চিন্তামণি,
মিষ্টভাষী ব'লে তারে সদা হে বাখানি, (হরি হে)
কত তার মান সম্ভ্রম, ব'লতে জন্মে ভ্রম,
তুমি কর তারে নিজ জন;
তার শত্রু কেহ হয় না তখন,
হয় মিত্র চারিদিকে;—(হরি হে)
যে যায় তার বিপক্ষে,
সে নিজে করে নিজের অনিষ্ট সাধন ॥
তোমার খেলা কে বুঝে দীনবন্ধু,
কার কখন শত্রু, কার কখন বন্ধু, (হরি হে)
নীলকণ্ঠে শেষে দিও কৃপাবিন্দু, শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥

গীত।

যে না মাতৃভক্তি জানে।
তার পাকা গুটি কাঁচে, সে ছেলে কি বাঁচে,
লেখা আছে যত যোগ পুরাণে ॥

দশমাস দশদিন গর্ভে দিয়ে স্থান,
প্রসব করে মাতা, মুখে করে অন্ন দান,
সে ছেলে জানে না, তেমন মায়ের মান,
জ্বলুতে হয়রে তাকে মনাগুণে।
পশু পক্ষীর মত নড়তে চড়তে শিখে,
মাকে দুঃখে ফেলে আপনি খায় সুখে,
জটিলে আর কুটিলে কামিনীর কুহকে,
মাকে কাঁদায় নিশি দিনে॥
মায়ের মত দয়া কার আছে জগতে,
দুঃখের দুঃখী হয়রে, সুখী নহে তাতে ;
ছায়ার মত থাকি কাছে কাছে,
পালন করে অতি যতনে॥
ব্রহ্মময় পিতা, ব্রহ্মময়ী মাকে,
ব্রহ্মজ্ঞানে যে জন সদা জপে,
নিজ মায়ের কাছে মাতৃভক্তি শিখে,
সে দিন হবে কষ্টের কত দিনে॥

গীত।

হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
সর্ব্ব লীলা প্রকাশিলে, প্রসবিলে ত্রিসংসার॥
কে জানে হে তোমার মর্ম্ম, কোনরূপে কি কর কর্ম্ম, ও পরমব্রহ্ম
তুমি পিতৃরূপে দিয়ে জন্ম, মাতৃরূপে গুনধার॥

পিতার কোলে থাকলে ছেলে, স্থির মানে না ক্ষুধা পেলে,
কাঁদে মা মা ব'লে ;—
মায়ের ছেলে মাকে পেলে পিতার কোলে যায় না আর ।
মায়ের মায়া পুত্রে যত, পিতার মায়া নহে তত, শাস্ত্র সম্মত ;—
মা কথাটী বদন ভরা, তুল্য দিতে নাহি আর ॥
মাতৃহীন বালক যারা, কি কষ্টে কাটায় তারা, জানেন মা তারা,
দীন হীন কাঙ্গালের মত, চক্ষে ধারা অনিবার ॥
দিনান্তে যে কৃষ্ণ বলে, প্রাণান্তে তার কি ফল ফলে,
কার সাধ্য কে বলে ;—
নীলকণ্ঠ কয়, অপার সিন্ধুজলে অনায়াসে হবি পার ॥

গীত ।

বল রসনা হরে, হরেকৃষ্ণ হরে,
বহুদিন তোমারে করিলাম যতন ॥
ফল মূল মিষ্টান্ন যেখানে যা পেয়েছি,
যতনে আনিয়ে তোমারে দিয়েছি,
অবসন্ন এখন বিপদে প'ড়েছি,
তাইতে তোমায় ধরেছি রাখরে জীবন ।
দিব না দিব না অন্য কোন ভার,
চাহিব না তোমায় রত্ন অলঙ্কার,
যা সাধ্য তোমার কর উপকার,
কর অনিবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ॥

যদি কর হে পার অপার ভবসিন্ধু,
জানিব একান্তে তুমিই কষ্টের বন্ধু,
দিনবন্ধু হরি কয় তাঁরে বন্ধু,
রাখরে রাখরে রাখ মিনতি বচন ॥

গীত।

(হরি) কদিন রব ভব সংসারে।
লক্ষযোনি ভ্রমণ ক'রে পাই না তোমারে ॥
আসি যাই আর ঘুরি ফিরি,
তোমার দেখা পাই না হরি,
একদিন দেখি জননী জঠরে ;—
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে যে, কৃষ্ণ পাই না তোমারে।
আশা যাওয়া বিফল হ'ল, দিনে দিনে দিন ফুরাল,
শমন এসে বাঁধবে কি শৃঙ্খলে,—
তুমি যদি কর কৃপা, তবে যাই ভবপারে।
নীলকণ্ঠ কয় শোক-সাগরে,
আর কতদিন ভাসবো নীরে, অকূল পাথারে ;—
তুমি দাওহে চরণতরি, লও হে দাসে পার ক'রে ॥

গীত।

জগতে সুখের চেয়ে দুঃখ বরং ভাল ;
দুঃখী যারা এ সংসারে, নিত্য সুখ তাদের অন্তরে,
তাদের হৃদে সদা বিহরে, শান্তি পরিমল ॥

ধনী যারা তাদের মনে, সুখ নাই তিল পরিমাণে,
সদা ধন অন্বেষণে, তারা বিহ্বল॥
ধনের লাগি ধনীর মন, করে কুপথ অন্বেষণ,
স্ত্রী হত্যা ব্রহ্মহত্যা, পাপ করে সকল॥
কাঙ্গাল যারা তারা ধন্য, ধার্ম্মিক ব'লে তারা গণ্য,
তাদের রয়না পাপ চিন্তা, অন্তঃমতি নির্ম্মল।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরে,
গোবিন্দ হে ধর ব'লে, লয় অন্ন জল।
নীলকণ্ঠ সদা ভাবে, অর্থ চিন্তা কবে যাবে,
ভিক্ষায় জীবন কাটিবে মম চিরকাল॥

গীত।

বল হরিবোল।
মনের বেদনা, রবে না, রবে না,
যাবেরে যাবে সকল গোল।
হরিনামের কি কহিব গুণ, গুণের লাগি হরি নির্গুণ,
নির্গুণে গুণ দেন সে স্বগুণ, গুণাগুণ তাঁর বলয়ে কেবল॥
হরি হরি বল রবে না সন্তাপ পাবে না পাবে না কোন মনস্তাপ,
যাবে না যাবে না সে কৃতান্ত পাশ,
তাইতে বলি নামে হওরে বিভোল।
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, হরিবোল মহা ঔষধি,
ছেদিতে মায়াপাশ, হরি হন অস্ত্রাদি,
তাড়িতে কাল ভয়, হন কাল বাদি,
নির্ধনের সম্বল সে নীলকমল॥

গীত।

আপন আপন করা জীবের পাগলামি কেবল।
একবার দেখনা বুঝে, চক্ষু মুদে, কর্ত্তা সাজা কিবা ফল ॥
বল দেখি ভাই ছিলাম কোথা,
ইহার পর যাব কোথা, কে মাতা পিতা,—
হব কার জামতা, কার বা পিতা, বিশেষ কথা আমায় বল।
চরণে চরণ ছন্দ, নয়ন থাকৃতে হব অন্ধ,
আগে হবে নাসিকা বন্ধ, কর্ত্তা সেই জগদানন্দ,
সকলই তার কৌশল।
কোথা রবে তোর জুড়ী গাড়ী,
কোথা রবে চেন ঘড়ি ও জমিদারী,
নীলকণ্ঠ কয় সে নিদান কালে, মুখে দেবে বিন্দু গঙ্গাজল ॥

গীত।

হরিবল মন রসনা জনম ব'য়ে গেল রে।
হরিবল বন্ধু সবে, মানব দেহ কাঞ্চন হবে,
ব'লুলে প্রেমের উদয় হবে, ভব পারে যাবি রে ॥
বাল্যকালে বাল্য খেলা, যুবাকালে প্রেমের লীলা,
বৃদ্ধকালে হরি বলা, শমনে ঘেরিল রে।
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল, মুখে হরি হরি বল,
যাবার সময় ব'য়ে গেল, আবার কখন বলবি রে ॥

শ্মশানেতে লয়ে যাবে, সকলি পড়িয়ে রবে,
ঘর বাগান বালাখানা বাজীকরের বাজী রে।
নীলকণ্ঠের এই মিনতি, হরি ভিন্ন নাই আর গতি,
রতি মতি ঐক্য ক'রে, ধর গুরুর চরণ রে॥

গীত।

(হরি হে) আমার চরণ ছাড়া করো না।
(দয়াময়) আমি তোমা বই আর জানিনা॥
ভব কষ্টে আমার দগ্ধ হয় কায়,
শান্তিময় তব শ্রীচরণ ছায়ায়,
জুড়িবারে মম মতি যায়,
মিটাও স্ববাসনায় ধন বাসনা।
সাধন আরাধন কিছু নাই শ্রীহরি,
নিজগুণে নির্গুণে করুণা বিতরি,
মনের ইচ্ছা পুরাবে আমারি, অধীনে যেন বঞ্চনা।
মন চায় আমার মনোমত হ'তে,
সখ্যভাবে সদা সখা সম্বোধিতে,
খেয়ে খাওয়াইতে, আধো বুলি বলিতে,
ব্রজ-রাখালের মত বাসনা॥
কণ্ঠ কহে দীনবন্ধু নারায়ণ,
দীন দেখে কর বাসনা পূরণ,
তাইতে আশা হবে সম্পূরণ,
আশায় নিরাশ মোরে ক'রো না।

গীত।

ছাড় মন সংসার স্বপন।
মিছা এ সংসার, সকলি অসার, কেন হবে জ্বালাতন॥
অনিত্য সংসার, অনিত্য সকল,
সংসারের সার, সে নীলকমল,
অহর্নিশি ভাব তাঁর শ্রীপদ কমল,
আনন্দ-সাগরে হইবি মগন।
হরি নাম, হরি ধ্যান, কর অবিরাম,
পূরাইবেন অভীষ্ট, নবঘন শ্যাম,
দেহান্তে দিবেন বৈকুণ্ঠেতে ধাম,
কণ্ঠের বাসনা এই অনুক্ষণ॥

গীত।

তাঁরে ঈশ্বর বল কিসে।
ওগো নাহি তাঁর কোন গুণ, সবে বলে নির্গুণ,
যাঁর কপালে আগুন, তাঁর গুণ সেই বাসে॥
ও সে জনম অবধি এত কালো,
দেখি নাই নরের এত কালো,
দৃষ্ট করিলে রূপ, ধ্যান হয় বিশ্বরূপ,
রাধা কিরূপে সেইরূপ ভালবাসে॥

ও তাঁরে দৈবযোগেতে যদি দেখা পাই,
নয়ন মুদিয়ে থাকি ফিরিয়ে না চাই,
পরে অন্তরে গেলে কালা, ঘুচে শমনের জ্বালা,
তখন খোলা নয়নে, চাই চারিপাশে।
ও সে কি কাল গায়ে ছাই মাখে,
না ছাই খাথায় থাকি কাছে,
নীলকণ্ঠ তাঁরে সদাই ভালবাসে;—
ও তার ছাই মাথায় সদা বাস হৃদিবাসে॥

গীত।

কারে সুখী রেখেছ হে দয়াময়।
সুকোমল নামটী তোমার সুকঠিন হৃদয়॥
যে তোমার উপাসক, তাহার নাই উপসুখ,
সদাই অসুখী শুক, নারদাদি সমুদয়॥
তুমি যদি ভক্তের গতি, তবে কেন ভক্তের দুর্গতি,
তার সাক্ষ্য পশুপতি, যিনি দেব মৃত্যুঞ্জয়।
দেখ দেখি হে গোবিন্দ, নন্দ কেন কেঁদে অন্ধ,
যশোদেবের যে বিবন্ধ, তাহা আর জানাব কায়॥
কণ্ঠ কহে চিন্তাময়, নামটী ধর দয়াময়,
অন্তর ভব বিষময়, পদে পদে তার পরিচয়॥

গীত।

দিন যায় দিনবন্ধু ব'লে ডাক রসনা।
এত সাধের মানব জনম, হেলাতে হারাও না॥
ও মন তুমি কার কে তোমার,
দেখ ভেবে একটিবার, সকলি অসার ;—
নয়ন মুদলে সব অন্ধকার, দেখেও কি তা দেখ না।
তুমি বল আমার আমার, বল দেখি কে তোমার,
যে যার আপনার ;—
প্রাণান্ত হ'লে থাক্‌বে কোথা, তা কি একবার ভাবনা।
এখন ও মন হও সচেতন,
ভাব হৃদে সেই নিরঞ্জন, অখিলের ধন ;—
নীলকণ্ঠ বলে, তাঁয় না ভাবিলে, তরিবার পথ পাবিনা॥

গীত।

ভব তারণ, শ্রীচরণ মহিমা কে বলিতে পারে।
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে সদাশিব শ্মশানে ফেরে॥
কালীয়নাগ শিরোপরি, শোভিত যে পদচিহ্ন,
সেই চরণ ভিন্ন জীবের গতি নাই রে অন্য,
যাতে কাষ্ঠ তরী হ'লো স্বর্ণ, বিদিত আছে চরাচরে ;—
পাষাণ হ'লো মানবিনী, ঐ চরণ পরশ ক'রে॥
যোগীগণ যে চরণ হৃদে ভাবে একান্তে,
জয়ী হ'য়ে কৃতান্তে পায় শ্রীরাধাকান্তে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ পেয়েছিল হরি সেই পদ সাধন ক'রে ;—
দেবেন কি হরি পদতরী, নীলকণ্ঠে কৃপা ক'রে॥

নীলকণ্ঠ-গীতাবলী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গীত।

ও মন ভাবিলে বল কি আর হবে।
ওরে যা আছে কপালে, ফল্‌বে কালে কালে,
কর্ম্মসূত্রের ফল আপনি ফলিবে॥
বিধি যা লিখেছেন কপাল উপরে,
কার সাধ্য তাহা খণ্ডাইতে পারে,
বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, পৌরষে কি করে,
যা ঘটিবার তা ঘটিবে॥
আদ্যাশক্তি যেই জগদ্ধাত্রী,
কটাক্ষেতে যাঁর হয় সৃষ্টি স্থিতি,
তাঁর পুত্রের করী-শুণ্ড, পিতার অজামুণ্ড,
পাগল পতি কহে সবে॥
পাণ্ডুকুলোদ্ভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি,
যাঁদের রথে হন শ্রীকৃষ্ণ সারথি,
তাঁরা কর্ম্মদোষে, গেল বনবাসে,
রাখিতে নারে কেশবে॥

দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থিলে,
যার যেমন ভাগ্য, সেই তেম্‌নি পেলে,
দেখ তার সাক্ষী, হরি পেলেন লক্ষ্মী,
হরের কি বিষ সম্ভবে ॥
রামচন্দ্র ব্রহ্ম সনাতন, তাঁর সীতা হরে দশানন,
স্বর্ণ লঙ্কা তার হ'লো ছারখার, হয় সংবশে নিধন ;—
বিধির লিপি কে খণ্ডাবে।
কণ্ঠ কয় একাবব ভাবরে অদৃষ্ট,
অদৃষ্টের ফল মিলাইবেন কৃষ্ণ,
কর ঐ পদে, মন ইষ্ট নিষ্ঠ,
এ ভব যন্ত্রনা যাবে ॥

গীত

হরি কখন কি কর কারে।
তোমার কে জানে সন্ধান, ওহে ভগবান,
কৃপাবান তুমি এ ভব সংসারে ॥
শত পুত্র দিয়ে রক্ষা কর কায়.
এক পুত্র কার, রক্ষা নাহি পায়,
কখন হাসাও, কখন কাঁদাও,
সিন্ধু পার ক'রে, ডুবাও শিশিরে ॥
সিংহ সম জনে কর, শৃগালের অধীন,
লক্ষপতি জনে, কর পরাধীন,
তোমার এম্‌নি প্রভু, হৃদয় কঠিন,
পথের ভিখারি করাও রাজেশ্বরে ॥

নীলকণ্ঠের মনে, এই অভিলাষ,
জেনেও কি জান না, ওহে শ্রীনিবাস,
কথন সুষশ, কথন কুষশ,
পতঙ্গের জয় কর, মাতঙ্গ সমরে॥

গীত।

দাঁড়ায়ে র'য়েছে ছয়জন বিবাদি, আমার সাধনার প্রতিকূলে
কোন মতে বাগ মানে না, প'ড়েছি বিপদ সলিলে॥
আমি ভাবি বল্‌বো হরি, তারা ভাবে করবো চুরি,
হায় এখন কি উপায় করি, হরিহে দাঁড়াও অনুকূলে॥
ক্রোধ আদি পঞ্চজনে, যদি বা তারা বশ মানে,
কাম দুর্জ্জয় রিপুর সনে, পারি না তাদের কৌশলে॥
কোথায় হে অনাথ বন্ধু এ অনাথের হও হে বন্ধু,
কণ্ঠ কহে গুণসিন্ধু, তুমি বিনা কে তারে বিপদ কালে॥

গীত।

হরি হে আমার গতি কি হবে।
আমি বড় শশঙ্কিত হ'লেম এ ভবে॥
গর্ভবাস কালে, ছিল আশা মনে,
তব নাম জপিব, ভূমিতে পতনে,
সে আশায় নিরাশ হ'লাম সেইক্ষণে,
মহামায়ার মায়ার প্রভাবে ;—

ভূমিষ্ট হ'য়ে ভব ক্ষুধানলে,
আকুল হ'য়ে, মহামায়ার ছলে,
মিশায়ে রোল সংসারের রোলে,
ভূলে গেলাম পূর্ব্বের সে ভাবে।
পরম তত্ত্ব ভুলে তদন্তরে,
বাল্যকাল গেল ধুলি খেলা ক'রে,
যৌবন বিগত আমোদেতে ফিরে,
মত্ত মন কি তখন তরিবে॥
যৌবন গতে এলো বৃদ্ধকাল,
মন দৃষ্টি এখন করে কালাকাল,
ভয়ে মরি এখন ভাবি কি জঞ্জাল,
কেন ডাকিনি কেশবে॥
এখন দগ্ধতনু অনুতাপানলে,
সে তাপে এখন আর কি ফল ফলে,
পাপ দেহ বলে, ল'য়ে যাব কালে,
কণ্ঠ কহে হরি বিনা আর কে তারিবে॥

গীত।

(মন রে) থেকো না আর মোহ ঘুমে অচেতন।
এখনও সতর্ক হও ওরে মন॥
কাল ব্যাধ দুরন্ত অতি, নীতিশূন্য তার দুর্নিতি,
জীবন বিহঙ্গের করিতে দুর্গতি, ব্যস্ত সে যে অনুক্ষণ॥

এখন হওরে সাবধান,
নতুবা সে ব্যাধের, হাতে নাহি ত্রাণ,
জপ কাল ভয়হারী, সে যে কাল ভয়হরী ;—
মনে প্রাণে ঐক্য করি ; ভক্তি যোগ করি,
যদি তাঁরে বশে আন্‌তে পার, কি করবে শমন ॥
প্রেম-পুষ্প চয়ন করি, ভক্তি শ্রীকরেতে ধরি,
নয়ন মুদে পূজা কর, সেই মোহন বংশীধারী,
কণ্ঠ বলে যাবি সর্ব্বাপদে তরি, সদানন্দে রবি মগন ॥

গীত।

মন কেন আমার এমন হলি।
আমারে ভুলায়ে মায়ায়,
করে চতুরালী চতুর্দ্দিকে ধায়,
পলে পলে ধায়, করে হায় হায়,
বলে একি দায় ঘটালি ॥
গুরুদত্ত বীজ ক'রে সংগোপন,
হৃদয় মাঝারে করিলাম রোপণ,
রোপণ ক'রে তারে, না করে সিঞ্চন,
প্রেম হুতাশন জ্বালিয়ে দিলি
যদি সিঞ্চন তারে, করতিস রে প্রেম জলে,
মনোবাঞ্ছা তবে পেতাম রে তার ফলে,
এখন কাল হারালি রে ফলে, কণ্টক বৃক্ষমূলে,
কণ্ঠ কয় এখন দুকুল খোয়ালি ॥

গীত।

ওরে মন দেহ সরোবরে।
ওরে মন মীন, আর কতদিন,
রবি বিষয়-স্রোতের উজান ধ'রে॥
আশা করি রব. আশা-নদীর জলে,
জলে দুঃখানল, দ্বিগুণ আগুণ জ্বলে,
দুরন্ত কৃতান্ত ধীবরের জালে,
পড়িতে হবে কালে কালেরে।
পড়িলে সে জঞ্জালে কে বাঁচাবে প্রাণ,
ঠেকিলে সে জঞ্জালে নাহি পরিত্রাণ,
সে যে আচ্‌কা খেয়া মারে, সাপ্টে গিয়ে ধরে,
ঘাড় ভেঙ্গে খালুয়ে পোরে॥
যদি বল হব পুঁটী আর মৌরলা,
সইতে হবে তোমায়, গাঁত জালের জালা,
তাওয়ায় ফেলে দেবে, জ্বালার উপর জ্বালা,
মায়াকুল বালা রে;—
চিংড়ি হ'য়ে যদি, লুকাতে চাও দলে,
পড়্‌তে হবে তোমায়, কুমতির ঘুন জালে,
যদি হওরে লেঠা, ঘটবে বিষম লেঠা,
কেটা জালে শেষে মরবি ঘুরে॥
আট ঘাটে চোঘড়া ল'য়ে সন্ধ্যাকালে,
আস্‌তে আস্‌তে ল'য়ে, ঘাটে গিয়ে ফেলে,
পলুই চাবা ল'য়ে কেউ বা আগালে,
দিবানিশি তারা বেড়ায় ঘুরে॥

সাধন ঘাটে দিয়ে, ভজন পূজন ছাড়া,
ফেল্‌লাম গুরুদত্ত হইল তগি দাঁড়া,
ওরে সে চারায় না খেলি, লট্‌কায় শট্‌কায় মলি,
হ'লি জলাঞ্জলি রে।
এখন প'ড়েছ যে কাতে, ভব শট্‌কাতে
কণ্ঠ বলে অন্যে পার্‌বে না আট্‌কাতে,
যদি পার নিতে, যাতে জুতে, হরিনাম সেই রত্নাকরে॥

গীত।

কেঁদনারে জীব যাবে দুর্গতি।
সেই অধম তারণ, কভু নিদয় নন,
করিবেন অধম কুলের গতি॥
পুণ্যময় শ্রীনদীয়া ধামে,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে, শ্রীগৌরাঙ্গ নামে,
হ'লেন অবতীর্ণ প্রভু পরমব্রহ্ম,
চৈতন্যচন্দ্র পাতকীর নিষ্কৃতি॥
গৌরাঙ্গ লীলা লীলার প্রধান,
দয়ার লীলা নাই ইহার সমান,
পাত্রাপাত্র কিছু নাহি পরিমাণ, সর্ব্বজীবে দয়াময়,—
যবন কি হিন্দু হরবেতে ভরি,
একবার যে বলিবে, শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,
পরম দয়াল পূর্ণ কৃপা বারি,
হরিবেন পাপ তাপ যতেক দুষ্কৃতি।

জগৎ পবিত্র হইবে অবতারে,
শচী মায়ের কোলে, শোভিবে অচিরে,
নীলকণ্ঠ কহে, অতি সকাতরে,
পামরের গতি কর হে শ্রীপতি॥

গীত।

হরি কত আর দেখাবে রঙ্গ কলিতে।
মানে না ধর্ম্মাধর্ম্ম, চেনে না গুরু ব্রহ্ম,
অগম্য নিগম্য গম্যপথে চলিতে॥
পিতা মাতায় অন্ন দিতে, দিনে দৈন্যদশা গায়,
বনিতায় গহনা দিতে, রেতে হয় সে জমীদার,
ভুলাতে রমণীর মন, কর্‌তে পারে দেশ ভ্রমণ,
পারে না দিনান্তে তারা, হরি তোমার নাম জপিতে!
জামা গায় কোঁচা দোলায়, ছড়ি হাতে জুতা পায়,
ছোটে সব এক ছুটে, বাবু অবিদ্যা ভুলাতে॥
পড়ি ঘোর কাম নিদ্রায়, হাবুডুবু খেয়ে বেড়ায়,
বিধুমুখে টপ্পা গায়, বিধুমুখীর মন মজাতে॥
শ্বশুর সম্বন্ধী এলে, প'ড়ে থাকে তাদের পায়,
গুরু এলে নোয়ায় না মাথা, পাছে টেরি ভেঙ্গে যায়,
একি মরি হায় হায়, জীর্ণ-বাস মায়ের গায়,
সখের শাড়ী শালিরে দেয়, মুখের কথা না খসিতে॥
ইষ্ট পূজা বিষ্ণু পূজা, উঠে গেল কলিকালে,
কালের রঙ্গ দেখে কণ্ঠ মুখে হরি হরি বলে,
এ দেশে আর রব না, ঘরে ঘরে স্ত্রী সাধনা,
ঢাকিল সংসার জুড়ে, গাঁজা কোকেন গুলিতে॥

গীত।

হরি কেমন ক'রে এমন ঘরে করি বাস।
এ যে ভবনদীর কূল, ভাবনা অকূল,
কুলকুল শব্দ করে বারমাস॥
যতন ক'রে গৃহ, বাঁধলাম যতবার,
নদীর কাল-বেগে, ভাষায় ভত বার,
এমন দুই একবার নয়, আশীলক্ষ বার,
এবার বড় মনে, লেগেছে ত্রাস।
যদি বলি আমি পলাব স্থানান্তরে,
সম্মুখে কাল নদী দেখে মরি ডরে,
চতুর্দ্দিকে আছে কণ্টকেতে ঘেরে,
দারা সুত আদি ক'রে,—
এক ঘরে আমার, নয় দিকেতে বাট,
কোন দ্বারে দিতে পেরেছি কপাট,
ঘর নয় আমার পঞ্চভূতের মাঠ,
বয় কত বিভীষিকা, কত কুবাতাস॥
বালা নামে এক পিশাচী আসিয়ে,
পিশাচী মায়াতে মোহিত করিয়ে,
হাসায় নাচায় কাঁদায় কত ভয় দেখায়,
কত বিষ্ঠা মূত্র গায়েতে মাখায়,
আমি ভয়ে মরি হরি, করি হা হুতাশ।
মধ্যাহ্ন সময় বড়ই কষ্টকর,
যুবা নামে ব্যাঘ্র দীর্ঘ কলেবর,
খেদাড়িয়া বেড়ায় দেশ দেশান্তর, স্থানে স্থানে নিরন্তর;—

এই ঘরে যখন এলো সন্ধ্যাকাল,
এ পাপ ঘরে আমার ঘটিল জঞ্জাল,
জরা নামে এক রাক্ষসী করাল,
মুখ মেলে আসে করিতে গ্রাস॥
ছয়জন প্রতিবাদী আমার ছয়জন প্রতিবেশী,
সময় পেলে তারা গলায় লাগায় ফাঁসী,
দুষ্ট দাগাবাজ বড় অবিশ্বাসী, মিয়াদ খালাসী ;—
তারা কেউ সিঁদেল চোর, কেউ গাঁজাখোর,
কেউ আছে সদা মদে হ'য়ে ভোর,
প্রতিবেশীর দোষে ঘটে বিপদ মোর,
তারা রটায় আপদ ঘটায় সর্ব্বনাশ॥
জন্ম মৃত্যু দুটো সর্প ভয়ঙ্কর,
এই ঘরে বাস করে নিরন্তর,
দংশন,বৃশ্চিক কৃমি কীট নিকর,রোগ শোক বহুতর ;—
প্রতিবেশীর দোষে আমি পড়ি দণ্ডে,
কত দণ্ড হরি পাই দণ্ডে দণ্ডে,
কভু অগ্নি-কুণ্ডে, কভু নরক-কুণ্ডে,
কভু হেট মুণ্ডে, গর্ভ কারাবাস।
এইরূপে নীলকণ্ঠের কাল যায়,
অনন্ত যন্ত্রণা নাহি সহা যায়, (কি হবে উপায়)
ভক্তের ঠাকুর তুমি শাস্ত্রে শুনতে পাই,
এ পাপ রাজ্য ছেড়ে তোমার কাছে যাই,
অভয় পদ চাই, ভবভয় এড়াই,
হ'তে চাই তোমার দাসানুদাস॥

গীত।

এস হে কৃষ্ণ জগদিষ্ট ব'স হে হৃদি-কমলাসনে।
আমার সুমতি-শ্রীমতীরে লহ নিজ বামাসনে॥
প্রেম পারিজাত গাঁথিয়ে তার মালা,
শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া আদি যত ব্রজবালা,
সকৌতুকে অর্পিবে মালা, বিলেপি নির্ম্মল চন্দনে,
কণ্ঠ কহে বনমালী এই বাসনা পুরাও নিজগুণে॥

গীত।

দিবে হে কি ধন শ্রীমধুসূদন!
যদি হরি দিতে চাও আপনার শ্রীচরণ,
ঐ চরণ তিনেতো হরি ক'রেছ সমর্পণ,
একপদ গয়াসুরে, আর এক পদ ফণি-শিরে,
আর এক পদ বলী-শিরে ;—
আর যত ভক্তবৃন্দ তারা কি ক'রবে সাধন॥
যদি হরি দিতে চাও নিজ নাভিমণ্ডল,
নাভি লাগি বলী ব্রহ্ম সদাই করিছে বল,
বলে মম বাসস্থল ;—
বলীর বেড়েছে বল, পেয়ে নাভীর শ্রীচরণ।
যদি বক্ষ দিতে চাওহে মধুসূদন,
বক্ষ দিলে রক্ষা নাই জান না কি জনার্দ্দন,
কমলার বাসস্থান, দিবে কি হে ভগবান,
ভৃগু মুনির পদচিহ্ন কোথা রাখবে নারায়ণ॥

যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজ কর,
ঐ করেতে তোমার হ'য়েছিল স্থকর,
মনে নাই বংশী ধরা. বাম করেতে গিরি ধরা,
মা যশোদা ননীর তরে দু-করে করে বন্ধন॥
যদি বদন দিতে চাও শুনহে শ্রীহরি,
বদনের কথা শুনে মোরা ভয়ে মরি,
এক দিন শিশুকালে, ঐ বদন দেখায়ে ছিলে ;
ব্রহ্মাণ্ড দেখালে মুখে, মা যশোদা অচেতন॥
যদি হে নাসিকা দিতে চাও গোকুলচন্দ্র,
কমলা বিপক্ষ হবে, রবে না আনন্দ,
হবে নিরানন্দ, রবে না আর সে আনন্দ,
শ্রীরাধিকার অঙ্গ গন্ধ কিসে ক'রবে গ্রহণ॥
যদি অক্ষ দিতে চাও শুন কমলাক্ষ,
তবে তোমার রাইরূপ হইবে অলক্ষ্য,
সে কষ্ট সব কেমনে, কাজ নাই আর কোন ধনে,
দয়া ক'রে এ দিনহীনে অন্তিমে দিও শ্রীচরণ॥
যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজ শির,
নন্দের বাধা মোহন চূড়া র'য়েছে শিরোপর,
এক দিন মানের দায়ে, শির দিয়েছ রাধার পায়ে,
নীলকণ্ঠ বলে সে সব কথা হ'য়েছ কি বিস্মরণ॥

গীত।

আমি শ্যামকে চাই না, শ্যামের চরণ চাই গো।
আমি ভবন চাই না, বিজন বনে শ্যামের পদের গুণ গাই গো॥

আমি জানি আপন মনে,
কি গুণ আছে সেই শ্যামে,
শক্তি নাই শ্যাম চরণ বিনে,
শ্যাম করে শ্যাম চরণ সেবন গো॥
শ্যামের পদে সুখের শশী,
গয়া গঙ্গা বারাণসী,
শ্যামের চরণ অভিলাষি, উমাপতি সদাই গো।
শ্যাম চরণের গুণমালা,
এক মুখেতে যায় না বলা,
কণ্ঠ কহে শ্যাম চরণ ভেলা, ভবের জলায় বাঁধা গো॥

গীত।

শ্যামা শ্যাম শিবরাম আমি ঐ নাম বড় ভালবাসি।
রামের ধাম অযোধ্যায়, শিবের বাস কাশী॥
শ্যামা মায়ের কৈলাসে বাস, শ্যামের করে মোহন বাঁশী
শিবের মুখে রাম নাম গান, শ্যামা মার অট্ট হাঁসি,
শিবরাম একাননে বলেন সদা এলোকেশী॥
শিবের গুরু রঘুমণি, রামের গুরু সে শ্মশান বাসী,
শ্যামামার গুরু নাইরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মুক্তকেশী।
কেবা শ্রেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ, বলেতে কে হয় সাহসী,
কণ্ঠের মতি ভাব একরূপ শিবরাম সে উমাশশী॥

গীত।

আর কি হরি ফুট্‌বে কভু আমার বিয়ের ফুল।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে বার্দ্ধিকেতে পেকে এলো মাথার চুল॥
বুঝেছি হে আপন মনে;
বিয়ে হবে সেই শেষের দিনে, শশ্মান ধামে;—
আমি চার বাহকের কাঁধে যাব জেনেছি মনে এই স্থূল॥
অগ্নি কুমারী সুন্দরী তিনিই প্রাণের সহচরী,
হইবে আমারি;—
আমি বরের বেশে ব'স্‌বো খাটে এ সংসারে দিয়ে ঝুল॥
বিবাহ মোর সাঙ্গ হবে,
মানব লীলা ফুরাইবে, নামটি উঠিবে,
কণ্ঠ কহে সে বিবাহের ঘটক যে জন,
দাও তাঁর শ্রীপদে প্রেম ফুল।

নীলকণ্ঠ-গীতাবলী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গীত।

হরি হে এ রোগে কিসে তরি।
তুমি ভব বৈদ্যরাজ জিজ্ঞাসা করি॥
ষড়রিপু আমার হ'য়েছে কোদণ্ড,
করিতেছে আমায় সদা লণ্ড ভণ্ড,
দিবানিশি আমায় ঘুরায় ব্রহ্মাণ্ড,
মনের বিকারে মনাগুনে মরি॥
(হরিহে) একি হ'লো গুরুতর ব্যাধি,
শুক্তিকে মুক্তা হেরি নিরবধি,
রজ্জুকে সর্পজ্ঞান আছে অদ্যাবধি,
এ বিধির কি বিধি বল ত্বরা করি॥
নয়ন আমার সদা করে জ্বালাতন,
কামিনী কাঞ্চনে হয় আনন্দে মগন,
ত্যজে পিতবাস, সদাই করে আশ,
মাকালেরে সদাই নেহারি॥
পদেতে হ'য়েছে ব্যাধি, ওহে করুণানিধি
যেতে বৃন্দাবন, ওঠে না চরণ,
বারাঙ্গনা ভবন যাই হে শর্ব্বরি॥

হরি হে) আমার হস্তেতে ধরেছে বাত,
তুলিতে কুসুম হই কুপোকাত,
পেলে প্রমদা বরাত,
অনায়াসে তোলে গোবর্দ্ধন গিরি॥
আমার মুখেতে ধ'রেছে বিষম পীড়া
সুধা ফেলে হয় গরলেতে স্পৃহা,
ত্যজে হরিনাম, অবিরাম,
প্রাণপ্রিয়ার নাম জপমালা করি॥
আমার কর্ণেতে লেগেছে তালা,
দিবা রাত্র হয় বিষম জ্বালা,
শুন্‌লে হরিনামের পালা,
আতঙ্কে প্রাণ সিউরে মরি॥
ওহে নিদান বন্ধু, দেওহে নিদান,
ব্যাধির জ্বালায় আমি হই যে হায়রান,
কণ্ঠাগত হ'লো আমার যে প্রাণ,
শিয়রে শমন দেখে আতঙ্গেতে মরি॥
শশীকণ্ঠ কয় এ রোগের বিধান,
ভক্তিভরে হরি নামামৃত কর সদা পান,
তোর ঘুচিবে সকল ব্যাধি, পাবি দিব্যগতি,
অনায়াসে রবিসুত হাতে হবি পরিহরি॥

গীত।

হরি ভিক্ষা মাগি তব শ্রীচরণে।
ওহে করুণানিদান, দীনের প্রতি বাম,
হয়োনা হয়োনা কর কৃপাদান এ দীনে॥
(হরি হে) পলকেতে কর সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তব কৃপাগুণে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘয়,
ধরে চন্দ্র করে বামন যে হয়,
ওহে দয়াময়, দয়া কি হবে না এ অভাজনে॥
দয়া ক'রে প্রভু ব্রজবাসীগণে,
ইন্দ্র-ভয়ে তাদের রাখিলে যতনে,
সপ্তদিন করে ল'য়ে গোবর্দ্ধন,
বিষপানে প্রাণ দিলে রাখালগণে॥
তুমি কৃপাসিন্ধু, দীনের দিনবন্ধু,
আছে লিখন বেদে তুমি জগবন্ধু,
সে বাক্য যদি মিথ্যা হয় হে গুণসিন্ধু,
তা হ'লেত তোমায় ডাক্‌বে না কেহ রাত্র দিনে॥
শুনেছি পুরাণে তোমার নিলয়,
জগত পিতা হ'য়ে নন্দের বাধা বয়,
ভক্তের দ্বারে দ্বারি হওহে দয়াময়,
অপার মহিমা দেখাও জগজনে॥
নীলকণ্ঠ কয় ওহে শ্রীনিবাস,
মম হৃদি মাঝে কর অধিবাস,
কর শ্রীচরণের দাস,
যেন কৃতান্তের দাস বাঁধেনা সঘনে॥

গীত।

হরি কি খেলা খেলিছ সংসারে ॥
তোমার খেলার নাইকো অন্ত,
অনন্ত না পায় অন্ত, তদন্ত করে ॥
জীব হৃদি ঘটে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
জীবকে মায়াজালে করহ বন্ধন,
আমার আমার ক'রে হারায় তত্ত্বজ্ঞান,
গুটী পোকার মত বন্ধ কর তারে ॥
কর্ম্ম সূত্রে ফেলে, কার্য্য সাধন কর,
দোষ যত চাপাও তার স্কন্ধের উপর,
দয়াময় একি তোমার হয় হে বিচার,
নিজে সাধ হ'য়ে ভ্রম চরাচরে ॥
শশীকণ্ঠ কয় ওহে গোলক বিহারী,
বুঝিতে নারিনু তোমার চাতুরি,
আমি অভাজন দেওহে পদতরি,
তুমি হে কাণ্ডারী ভব রত্নাকরে।

গীত।

মন আমার কাশি যাবি কি মক্কা যাবি বল।
ওরে কোথায় গেলে সুখী হবি আমায় খুলে বল।
যে কার্য্যে সংসারে এলি,
ভুলে গিয়ে পাগল হলি,
প্রপঞ্চকের বঙ্গে পড়ে মাখলি ধুলি ;—

তোর পরকাল হ'ল টনৃটনে,
ছয় রিপুতে তন্ত বুনে,
হাবু ডুবু খাইয়ে মারে প্রাণে,
শেষে পরকাল করেছে তোর মাকালের ফল॥
তোর যা ছিল সম্বল, লেগেছে তায় দাবানল,
দিবানিশি জ্বলতেছে রে অনর্গল,
সমুদ্র এখন বারি শূন্য উপায় তায় কি বল॥
ওরে মন, তুই হয়েছিস এখন দিন কাণা,
করিস কেবল আনাগোনা.
এখন কি তোর জ্ঞান হ'লনা,—
ভুলে কালি, মাখালি মুখে, নষ্ট করলি পরকাল
শশীকণ্ঠ কয় শুনরে পাগল মন,
কাশি গেলে মা অন্নপূর্ণা দেবেনা দর্শন,
গেলে মক্কা, পাবি অক্কা,
ঘুচবে না তোর কর্ম্মফল॥
ও মন চল বৃন্দাবনে,
হেরে শ্রীরাধা রমণে,
পাবি অনন্ত সুখ, যাবি মোক্ষধামে,
রবি সুত তোর ঘটাবে না জঞ্জাল॥

গীত।

নরের সুখ আর কোন্ কালে।
হরি ফেলেছ ভব কারাগারে, বেঁধে শৃঙ্খলে॥

জননী জঠরে ছিলাম যখন,
কত কষ্ট যে হায় না যায় বর্ণন,
বিষ্ঠা মূত্র মেদ করেছি ভক্ষণ,
কৃমি দংশনেতে প্রাণ হয়েছে বিকলে॥
গর্ভবাসে মুক্ত পেয়ে এলাম সংসারে,
বাল্যকালে কত কষ্ট মুখে নাহি স্ফুরে,
নেচেছি খেলেছি, পীড়ন খেয়েছি,
সুখের মাত্র লেশ, একদিন নাহি মিলে॥
যৌবনে বিষম ঝড় বহিল অন্তরে,
সুখের লালসায় ধাই দিন্ দিগান্তরে,
খেটে খেটে মরি, পেট নাহি ভরে,
মনের বিকারে মরি সদা নয়ন-জলে॥
এলো বৃদ্ধ কাল, বিষম জঞ্জাল,
মুখে নাহি রুচে সদা অন্ন জল,
দিবানিশি জরায় দেহ করিছে বিকল,
শয়নে স্বপনে হেরি রবিসুত কালে॥
নীলকণ্ঠ কয় জীব শুনরে বচন,
চির সুখ পাবে, আনন্দে ভাসিবে,
ভব শৃঙ্খল মুক্ত হবে ডাকিলে দিনবন্ধু বলে॥

গীত।

হরি হে মিত্র চেয়ে শত্রু ভাল।
আমি বুঝেছি জেনেছি সকল॥

আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসীগণ, সম্পদ সম্ভোগ করয়ে বন্ধুগণ,
তোষে সদা মন, সুখ্যাতির বহায় হিল্লোল,—
কভু বা অখ্যাতি বারি সিঞ্চে ভূমণ্ডল॥
প্রাণের আত্মজ দারা সুতগণ,
মিত্র হয়ে এরা ঘটায় অঘটন,
দৃঢ় রূপে বাঁধে শৃঙ্খল বন্ধন,
শেষে পঞ্চ ভূতের জ্বালায় হইয়ে বিকল॥
শত্রু ভাব এরা যদি করে সংঘটন,
কুবাক্য গঞ্জনা পীড়ন তাড়ণ,
তা হ'লেত হরি সংসার বন্ধন,
ক্রমে ক্রমে আমার হয় হে শিথিল॥
হরি হে উক্ত আছে শাস্ত্রে শত্রু বিবরণ,
শত্রু হ'তে হয় সংসার বন্ধন ছেদন,
বৈরাগ্য উদয় হয় মননে তখন,
দিনবন্ধু ব'লে ডাকিতে রসনা হয় বিহ্বল॥
হরি হে আমি শুনেছি পুরাণ কথন,
হিরণ্য কশিপু হিরণাক্ষ দশানন,
দন্তবক্র শিশুপাল কংশ রাজন,
তব সহ হরি করিয়ে শত্রুতা সাধন,
হে মধুসূদন, দিয়েছ তাদের মোক্ষ ফল॥
শশীকণ্ঠ কয় ওহে মুকুন্দ মুরারি,
আমার মনে শত্রুভাব নাহি হে শ্রীহরি,
বল ত্বরা করি, কিসে পদতরী,
আমি অন্তিমেতে পাই ওহে ভকতবৎসল॥

গীত।

হরি হে তুমি যা করাও তাই করি।
দোষের ভাগী কেন কর আমায় ওহে মুকুন্দমুরারী॥
আমার যখন বলিবর্দ্ধ ক'রে ঘুরায় সংসার,
মম ইচ্ছাধীন কিছু নহে দামোদর,
বাসনা প্রবৃত্তি, বাহুবল শক্তি,
তুমি হে নিয়তি, ঘটাও জঞ্জাল নানা চক্র করি।
অনিরুদ্ধ রূপে হৃদয়েতে কর অধিষ্ঠান,
পবন হ'তে গতি, স্থির নহেত কখন,
উদরেতে বৈশ্বানর রূপে, আছ বিরাজমান,
জঠর জ্বালায় আমি কর্ম্মসূত্রে মরি॥
হরি হে একি তোমার চাতুরি,
ফণি হ'য়ে দংশ, শেষে হও বিষহরি,
কর্ম্মজাল ফেলাইয়ে, কত রঙ্গ করি,
ধর মাছ, না ছোঁও পানি, ওহে গোলোকবিহারী॥
শশীকণ্ঠ কয় জীব এ নিদান মর্ম্ম,
সকলি অদৃষ্ট ফল, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম,
কররে সুকর্ম্ম, পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম,
দোষের ভাগী তোরে দেবেন না শ্রীহরি।

গীত।

হরি হে আর আমায় সাজাও না সং॥
আমি ভব-সাগরেতে প'ড়ে,
হাবুডুবু খেয়ে হ'য়ে আছি ব্যাঙ॥

ভবে আমায় আশা যে কার্য্যের তরে,
লক্ষযোনি ভ্রমণ ক'রে, কত তপস্যা করে,
এ দুর্লভ জনম পেলাম সংসারে,
প'ড়ে মায়াজালে দেহে মাখিলাম রং॥
দারা সুতগণে, আর বন্ধুগণে,
বিষয় বাসনা আর সর্ব্বক্ষণে,
কাল রূপে আমার দংশিছে চরণে,
বিষে জ্বর জ্বর, সর্ব্বাঙ্গ হলো বি রং।
হরি হে আমায় মায়াকূপে ফেলে,
ষড়রিপু তারা আনন্দ হিল্লোলে,
ধ'রে আমার চুলে, আছড়ে মারে তুলে,
অস্থি চূর্ণ করে, ক'রে নানা ঢং।
শশীকণ্ঠ কয় ও জীব শুনরে বচন,
সংঙ্গের মত সং সাজনারে এখন
সর্ব্বাঙ্গেতে কর হরিনামাঙ্কিত ভূষণ,
দেখে শমন পলাবে তখন,
ঘুচবে তোর দেহের রং॥

গীত।

হরি হে সাধন বিনে মুক্তি কৈ।
সাধ্‌লে সিদ্ধ বেদের বচন ঐ।
হরি হে বিনা সাধনেতে ত্রিজগতে,
কারে তুমি পাঠায়েছ গোলকেতে,
আপন ব'লে সঙ্গে ল'য়ে, প্রেমানন্দ রাখ কৈ॥

শুনেছি তোমার প্রসঙ্গ,
ভজন পূজন ধর্ম্ম জ্ঞান তোমারি সঙ্গ,
ভক্তিতে হও হে বদ্ধ, ওহে ত্রিভঙ্গ,
অভক্তেরে তুমি পদপ্রান্তে রাখ কৈ।
নারদাদি ঋষিগণ ওহে জনার্দ্দন,
সাধন ক'রে তোমায় ক'রেছে বন্ধন,
তাইতে তুমি তাদের দিয়েছ স্থান দান,
হরি তোমার বিধান হেরে অবাক হই॥
আমি বুঝেছি অন্তরে,
খোসামোদ প্রিয় তুমি চরাচরে,
যে তোমায় পড়িবে, শ্রীপদপ্রান্তে,
তারে তুমি মোক্ষধামের দেও হে মৈ॥
শশীকণ্ঠ কয়, তা নয়, তা নয়,
ভক্তিভরে ডেকে্লে পরে করুণাময়,
তোরে দিবে চরণ তরি,
ঘুচে যাবে তোর কৃতান্তের হৈ চৈ।

গীত।

আমি সুখ চাইনে হরি।
পড়িয়ে সঙ্কটে, তোমার ঐ শ্রীপদে, দুঃখ ভিক্ষা করি॥
হরি হে সুখ নরকের আকর,
অহঙ্কার মদ মাৎসর্য্য তার সহচর,
জ্ঞানান্ধ কারে সদা নিরন্তর,
ধরাকে সরার মত দেখায় শর্ব্বরি।

ওহে দিনের দিনবন্ধু করুণা নিদান,
দুঃখের কত গুণ জানে পাণ্ডবগণ,
দুঃখে প'ড়ে, কত ডেকেছে তোমারে ;—
রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তুমি ত্বরা ক'রে,
শঙ্কট তাঁদের মুক্ত, ক'রেছ মুরারি।
করি হে দুখার্ণবে পড়ি ত্রিপুরারি,
জন্তাসুরের ভয়ে, শরণ লয় তবচরণে পড়ি,
তুমি অকুলের কাণ্ডারি, দৈত্য ধ্বংশ করি,
পরিত্রাণ ক'রেছ শঙ্করে ॥
তাইতে পশুপতি, অগতির গতি,
ত্যজে গৃহ বাস, শ্মশানে মশানে বাস,
ওহে পীতবাস, জপে তোমায় বিভাবরী।
রাজমাতা হ'য়ে ভোজের নন্দিনী,
চির দুঃখ বড় লয় চক্রপাণি,
সদা বিপদেতে পড়ি; সদাই তোমায় নেহারি,
ওহে গিরি গোবর্দ্ধন ধারী।
বিদুর অক্রূর ওহে দামোদর,
তারা দুখার্ণবে প'ড়ে তোমার সহচর,
তুমি তিলেক ছাড়া নয় তাদের অন্তর,
ল'য়ে পদধূলি, অঞ্জলি, রাখ শিরোপরি।
দুঃখের কত গুণ ওহে চিন্তামণি,
বসুদেব দৈবকী মাতা নন্দরাণী,
নয়ন সলিলে ভাসে দিবস রজনী,
তাইতে গুণমণি, দাস হয়ে বাধা র'হেছ বংশীধারী ॥

শশীকণ্ঠ কয় ওরে পাগল মন,
দুঃখে ভক্তির উদয়, তুষ্ট জনার্দ্দন,
দুঃখে মগ্ন হ'লে, ডাকিলে দীনবন্ধু ব'লে,
চায়রে নয়ন মেলে ভবের কাণ্ডারি ॥

গীত।

বল হে করুণানিধি, গড়েছ যে সুখনিধি,
একি হে অদ্ভুত বিধি, বলিহারি যাই হে মধুসূদন।
দেব দানব যক্ষ রক্ষ, পশুপক্ষি পতঙ্গ সব,
এরাও সবে সুখের তরে, লালায়িত সর্ব্বক্ষণ ॥
সুখের তরে মানবগণ, করে শত্রুতা সাধন,
দারা পুত্র আত্মবন্ধু, পিতামাতা ত্যাগি ;—
সুখ যদি থাকে রত্নাকরে, কিম্বা গহন কান্তারে,
পর্ব্বত শিখরে, দেশ দেশান্তরে, যায় প্রফুল্ল অন্তরে.
সুধা ফেলে হলাহল ভক্ষণে নিপুণ ॥
সুখনিধি পাবার তরে, দিবানিশ খেটে মরে,
ঘুমাইলে স্বপন দেখে, প্রহরে প্রহরে ;—
খোসামোদ করে ধনীরে,চণ্ডাল ম্লেচ্ছ বিচার নাহি করে
জাতিচ্যুত ভয় না করে,
কাঙ্গাল রাখাল করে সম্ভাষণ ॥
হরি হে একি তোমার গঠন নিধি,
সুখ নয় হে দুঃখের সোপান বিধি,
কর্ম্মজালে, মায়াজালে বেধে নিরবধি,
রঙ্গ দেখাব, রঙ্গকর ওহে শ্রীমধুসূদন !

শশীকণ্ঠ কয়, সুখ যে মরিচিকাময়,
দেখলে পরে মন হয় বিষময়,
ভুলে জ্ঞানময়, আঁধারে ভ্রময়,
মনাগুণে সদা দহে সর্ব্বক্ষণ ॥

গীত।

আমি চিন্তা ক'রে পাইনে কূল।
হ'লাম জর জর, চক্ষু হ'ল ধুতুরা ফুল ॥
বল হে কেশব একি তব গূঢ়তত্ত্ব,
ধরণী, সমুদ্র, তারকা, নক্ষত্র,
অনল, অনিল, সোম, দিবাকর ;—
এদের পাওয়া যায়তদন্ত,
অনন্তের আছে অন্ত,
চিন্তার অন্ত খুঁজে পেলেম নাকো মূল।
কখন কোন দিকে ধায়,
পবনে যেন পতাকা উড়ায়,
কল্লোলে হিল্লোলে হাবুডুবু খায়,
উঠি পড়ি কাঁদি, বাহু তুলে নাচি,
অকূলেতে ভাসি, চক্ষু চেয়ে দেখি, হইবে আকুল ॥
শয়নে স্বপনে আহার উপবেশনে,
গমনে রমণে নিশা রাত্র দিনে,
সদাই তোলাপাড়া, করি সর্ব্বক্ষণে,
প্রাণে প্রাণে সদা হই যে বাতুল ॥

শশীকণ্ঠ কয়, ও মন চিন্তার যদি পেতে চাওরে কূল,
যারে সদা চিন্তা করে, ব্রজাঙ্গনাকুল,
সেই অকূলের কাণ্ডারী বংশীধারির ;—
পদপ্রান্ত তরি, হৃদয় মধ্যে ধরি ;
বল হরি হরি, ঘুচিবে সকল ভুল ॥ .

গীত। (বাউলের সুর)

ও মন তুই ভুলিস্ না !
এ যে হরির খেলা, ভোজের খেলা, তাও কি তুমি জান না
হরি দেখ্‌তে কাল, কর্ম্ম ভাল,
রং বিরঙ্গের ফেলে জাল, বাঁধে যত হিরা সোণা ॥
সে যে এমনি গুণাধার, ছিট ছিনাল পাহাড়,
দেখায় হুরের বাহার ;——
ও নামের এমনি গুণ, লাগায় কাঁচা বাঁশে ঘুন,
দিবানিশি জ্বালায় মনাগুন, ঘরে তার মন বসেনা ॥
তাঁরে ভক্তিকরে ডাক্‌লে পরে,
ত্রিভঙ্গ হয়ে রঙ্গ করে,
পথের কাঙ্গাল করে তারে,
মন তার করে উন্মনা ॥
দেখ তার সাক্ষি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ,
অনল, জল, বৃক্ষতলে, ক'রেছে দিন যাপন,
শেষে নয়ন জলে, দুঃখানলে,
দিনের দিন আর কাটেনা ॥
শশীকণ্ঠ কয়রে মন, দেখে শুনে কর, জ্ঞানার্জ্জন,

খেলানাথের খেলা তখন,
আদ্য অন্ত যাবে জানা॥

গীত।

হরি হে! আমার মনের বিকার গেল না।
মনে করি, করি করি, হায় হয় হয় না॥
প্রপঞ্চ বহিছে তরঙ্গ, কল্লোল হিল্লোলে,
দিবানিশি কাল গ্রাসিছে সকলে,
মনাগুণে মরি, তবু মন তো মানে না॥
যে দিকে তাকাই আঁধার ভুবন,
পাপ কাদম্বিনী সদা সজ্ঘর্শন,
অনলে বিজলী হয় ঘনে ঘন,
কামিনী কাঞ্চন মায়া, দূর তো হ'ল না॥
আমার দাঁড়ায়ে রয়েছে, শিয়রে শমন,
কাতে শমন করে বহুক্ষণ,
দেবে করে করে, ধরবে শিরে, মানবে না মানা॥
(হরি হে সিন্ধুকূলে আমি করিলাম বাসা)
বারি বিনে আমার জীবন নৈরাশা,
কেবল পিয়াসা, মধু লোভে আসা,
মরিচিকা পানে সদা করে আনা গোনা॥
শশীকণ্ঠ কয়, হয় করি যা হয় হইবে,
ও মন জ্ঞানাঞ্জনে সেই দেখিলে কেশবে,
তোর পিপাসা মিটিবে, মন তুষ্ট হবে,
দিবা নিশি সদানন্দে হইবি মগনা॥

গীত।

মনরে এ দেহের কেন কর যতন।
ক্ষিত্যপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, যার সংঘটন॥
কুক্কুর, শৃগাল যারে, করে সমাদর,
অগ্নি যারে করে ভস্ম অঙ্গার,
চিন্তানলে দগ্ধ হয় নিরন্তর,
কৃমি বিষ্ঠা হ'তে, পতিত যে জন॥
দেহের মর্ম্ম জ্ঞাত আছেন পঞ্চানন,
করে চিতা ভস্ম, সদাই বিভূতি ভূষণ,
শ্মশানে মশানে ধূলায় শয়ন,
সুধা ফেলে হলাহল করেন ভক্ষণ॥
শশীকণ্ঠ কয়, ওহে মূঢ় মন,
এ দেহ যে কালের অধিন,
ভক্তিভরে ডাকরে সেই কালবরণ,
অচিরে ঘুচিবে তোর সংসার বন্ধন॥

গীত।

হরি হে তুমি মঙ্গলময়।
শুনি বেদ-বেদান্তে, তন্ত্রে, মন্ত্রে, ওহে দয়াময়॥
তুমি হে জীবের প্রতি, যা কর শ্রীপতি,
হয় হে সুকৃতি, ওহে করুণাময়॥
কি কব শ্রীপতি, তুমি হে অগতির গতি,
ঘুচাতে জীবের দুর্গতি, হওহে কৃপাময়॥

কর যুগে যুগে রঙ্গ, নাশিতে পাপ প্রসঙ্গ,
জীবকে দিতে আনন্দ,
হওহে শ্রীগোবিন্দ, সদানন্দময় ॥
কারে আনন্দে মাতায়, কারে বা অকূলে ডুবায়,
কারে মাথায় তুলে, ফেল জঞ্জালে,
কার নয়ন জলে বক্ষ ভাসায় ॥
ভেবে দেখ্‌লে মনে, জ্ঞানাঞ্জনে,
তোমার কর্ম্ম অগম্য বেদ পুরাণে,
যোগী ঋষিগণ না পায় ধ্যানে,
অবোধ শশীকণ্ঠ কেমনে বাখানে, ওহে কৃপাময় ॥

গীত।

হরিনাম সুধারস, পিও পুরি মানস,
অলসের বশে কাল হ'রনা।
হরির সহস্র গুণ, শ্রীহরির নামের গুণ,
তুলে তোলে নামের গুণ, পেলে তুলনা ॥
সত্যভামা ব্রত ছলে, শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে,
মণিরত্ন আদি দিলে, তুল টলে না ॥—
তুলসী পত্রে লিখি হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি,
হরি হ'তে নাম ভারি, সেই হ'তে জানা ॥

লইলে শ্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম,
প্রাপ্ত হয় কৈবল্যধাম বেদে বর্ণনা।—
কর শ্রীহরি কীর্ত্তন, শুন হরি গুণগান ;
হরি ভিন্ন অন্য কোন রসে ম'জ না॥
বাসনায় রসনা যন্ত্রে, সাধনা শ্রীহরি মন্ত্রে,
সুস্বরে সুকণ্ঠে তন্ত্রে ; দিয়ে মূর্চ্ছনা।—
ছয় রাগে অনুরাগে, ছত্রিশ রাগিণী যোগে,
তালে লয়ে, দ্রুত বেগে, হরি সাধনা॥
হরের্নামৈব এই কথা, কলৌনাস্ত্যেব গতিরন্যথা,
তপস্বী ঋষির গাঁথা, গীতা বর্ণনা।—
তিনবার হরে হরে, বলিলে কলুষ হরে,
হরি ব'ল্লে উচ্চৈঃস্বরে, হরে বেদনা॥
হরির নাম অগতির গতি, নামে কর রতিমতি,
নাম কর নিতি নিতি, দিবারাতি ছেড়না।
কহে দীন খগপতি, ভবধব পশুপতি,
কেবল হরিনামে মতি, রতি টলে না॥

গীত। [কীর্ত্তন]

হৃদয়ে উদয় হও দয়াময়,
পাপতাপ ভয়, যাবে হে দূরে।
আমি অতি দীন হীন,পাপে মোহে অনুদিন (দিননাথহে)
কাটে জীবন হরি ভূলি তোমারে॥
বিষয় বাসনা, কিছুত রহে না, (দয়াময়)
তবনাম নিলে একবার॥

এস ওহে প্রেমময়, নাশ চিন্তা নাশ ভয়,
রাখ পদে কাতর কিঙ্করে।—(হরি হে)
দেখ অতল অপার, এ সংসার পারাবার,
না রাখিলে ডুবিব পাথারে। (হরি হে)
দেখো রেখো দীনে, রাঙ্গা চরণে, (হরি)
শেষের সে দিনে, ভুলনা অধমে,
হরি সে দিনে, যে দিন মিলাবে প্রাণ স্বপনে,
(হরি শেষের সে দিনে)—
তুমি বিধির বিধাতা ত্রাতা, বিশ্বপতি শান্তিদাতা,
দেহ শান্তি শান্তিহীনে, পাপী তাপী পরিত্রাতা ॥
যোগী ঋষি মুনিগণ, যতনে পেতে চরণ,
হরি তোমা বিহনে, এ ভব ভবনে, কে তারে বল শমনে,
হরি হৃদয়ের স্বামী, তুমি সর্ব্বভূতগামী,
(প্রাণ সখা হে) দিও পদতরি, অকুল পাথারে ॥

গীত। (কীর্ত্তন)

কোথা হরি ব্যথাহারী, শ্রীমধুসূদন ॥
দয়া কর দয়াময় আকুল জীবন ॥
নিদারুণ রিপু ছয়, করিছে অন্তর জয়,
জীবনের ধ্রুব জ্যোতিঃ কর হে হরণ ॥
রোগে, শোকে, মহাক্লেশে, কেঁদে মরি হা হুতাশে,
কুরঙ্গ কু অভিলাষে, মত্ত সদা মন ॥—
নাশহে বিষাদ রাশি, সদানন্দে সুখে ভাসি,
হৃদিমাঝে কালশশী, দেহ দরশন ॥

হরি দয়া কর কাতর প্রাণে ডাকি,
শূন্য প্রাণ ল'য়ে আছি তোমা চেয়ে, দয়া কর।—
হরিতে দুর্গতি, ওহে দীনপতি, (হরি)
তোমা বিনা গতি আর যে নাই ;—
শ্রীপদে প্রার্থনা, হৃদয়ে বাসনা,
যেন সাধন, ভোলে না মন,
হরিনাম অবিরাম, করে গান, যেন মন,
পুরাও মনোবাসনা ওহে নারায়ণ ॥

নীলকণ্ঠ-গীতাবলী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয় গীত।

জয় জগত বন্দন শ্রীনন্দ গোপ নন্দন।
হে ভূলোক পালক হরি ত্রিলোকজন তারণ॥
গোকুলে বিহর হরি সহিত গোপবৃন্দ,
ভরসা হে গোবিন্দ তব পদারবিন্দ,
করুণা করি মোক্ষপদ মোরে করহ অর্পণ—
বিশ্বনাথ বিশ্বতাত যেন হওনাহে বিস্মরণ॥
উদ্দেশে শ্রীপদে নমি হে ভুবনপাবন;
ক্ষম অপরাধ বিভু দেব দেব জনার্দ্দন,
করম ফলে, দুঃখ মেলে জানিনু হে অন্তরে,
নীলকণ্ঠ দেহান্তে রেখো শ্রীপদে মধুসূদন॥

গীত।

সজল জলদাঙ্গ কিবা ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান, মন প্রাণ পড়ে পদতলে॥

নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে,
লাজ হেরি লাজ দ্বিজরাজ পড়ে পদতলে,
এমন মনোহরা মাধুরি, না হেরি মহীমণ্ডলে,
প্রখর প্রভা কিরণ কর, করে মকর কুণ্ডলে ॥
উচ্চ শিখি পুচ্ছ চুড়, তাহে বামে হেলে,
পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি, মূর্চ্ছা করি নারীকুলে,
ভুবন করি আলো, বনমালা দোলে কালগলে,
বাসপরি, বাসহরি হাস্ত করি, হেলে দুলে ॥
কণ্ঠ কহে বনে ক্ষণে, অচেনায় কি চিনিতে পারে,
ও যে চিনিতে পারে, জানিতে পারে,
কিনিতে পারে বিনামূলে ॥

গীত।

কালো কেন রাই ত্যজিব ধনী।
কালো ত্যজে, ব্রজের মাঝে, সুখে আছে কোন রমণী।
ময়ূর ময়ূরী কালো, ভ্রমরা ভ্রমরী কালো,
তোর নয়নের তারা কালো,
কালো ত্যজিলে হবি অন্ধকিনী ॥
কালরূপ উপাসনা, কালরূপ বাসনা,
কালরূপের করে ভাবনা,
কালীপূজা কি মনে নাই ধনী।
কাল ভালবাস রাই, কাল বিনা কিছুই নাই,
(সকলের সার কাল তোর কানাই)
কাল ভাঙ্গ কণ্ঠের বাণী ॥

গীত।

শ্যামা শ্যাম হ'য়েছে।
তখন হাসিতে হাসিতে, সুতীক্ষ্ণ অসিতে;
নাশিতে দানব কুল, এবে গোকুল আকুল
আজ বাঁশিতে ক'রেছ।
নর-শির হার ছিল গলোপরি,
এবে পীতাম্বর বেশ বনমালাধারী,
কেন রুধিরেতে মাখা, দিয়েছ সব ঢাকা,
এবে অলকা তিলকাময়,—
সঙ্গে যত ডাকিনী যোগিনী,
এবে তারা তোমার গোকুলের গোপিনী,
সেজেছ মা ভাল শিব-সিমন্তিনী,
গোপীদের দুকুল আকুল ক'রেছ॥
সুধাময়ী সুধা খাইকে মা সদা,
(এবে) ক্ষীর সর ননী এখন যোগান মা যশোদা,
ব্রজ রাখালের সনে, ফের বনে বনে,
গোধন চরায়ে সব;—
নন্দের বাধা বহিতেছ শিরে,
ননীচোরা নাম বলে গোপীনিরে,
হ'লো চোর অপবাদ এই ব্রজপুরে,
নীলকণ্ঠ কি মা পাসরিছ॥

গীত।

(তোমরা আমায়) লিখিতে শিখিতে দিলে কই।
বাল্যাবধি নিরবধি জানিনা শ্রীরাধা বই॥
বৃন্দে তুমি গুরুমশায়, যে বিদ্যা পড়ায়েছ আমায়,
মহাবিদ্যার আশার আশায়; সকল বিদ্যা জলসই॥
সকল জেতের হাতে খাড়ি,
আমার জেতের হাতে পাচনবাড়ি,
বেড়াই ব্রজের বাড়ি বাড়ি, চুরি করে খাই দই॥
জন্মে চিন্‌লাম না কলমের খৎ,
শিখায়েছ নাকে খৎ,
লিখায়েছ দাস খৎ, দিয়েছি তায় ঢেরা সই॥
আমি জানিনাকো লেখা পড়া,
জানি গোচারণের পড়া,
শিখায়েছ পায়ে পড়া, গায়ে পড়ার দশা ঐ॥
বৃন্দে তুমি কপাল ক্রপে, নিন্দা কর ক্রমে ক্রমে,
হারায়েছি বল স্বভাব ক্রমে, সময় ক্রমে সকল সই।
লেখা পড়া কেবল রাধা, তন্ত্র রাধা, মন্ত্র রাধা,
রাধার কৃপাতে বাঁধা, রাধা আমার ব্রহ্মময়॥
পরমা প্রকৃতি রাধা, শ্রীমতির মতি রাধা,
নীলকণ্ঠের গতি রাধা, রাধার কৃপায় জগৎ জই?

গীত।

আমায় দেগো মোহন চূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি,দাঁড়াইব চরণ ছেঁদে
ব্রজলীলা আমি ক'র্‌বো যতদিন,
চন্দ্রাবলীর প্রিয় হবে ততদিন,
শ্যামের বদন নলীন হইবে মলিন, রাই অদর্শন খেদে॥
হ'য়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাব,
পাথারে ভাসায়ে মথুরাতে যাব,
দুঃখ জানে না জানে না জানাব জানাব,
যে দুঃখ শ্যাম বিচ্ছেদে॥
মানভরে যে দিন ঘটিবে প্রমাদ,
বসনে ঢাকিয়ে সে দিন রাখিয় বদন চাঁদ,
কণ্ঠ কহে মাগি নিব অপরাধ, ধরিয়ে যুগল পদে॥

গীত।

বৃন্দে আর আমি রাখ্‌বো না রাই ঋণ।
এই নাও হে চুড়াবাশী, দাওগে রাধার পায়,
আমি মানের দায়ে প'র্‌বো এবার ডোর কপিন॥
তোমরা ব'ল্লে আমায় ক'রতে কিস্তীবন্দী,
আমি রাইপদে আছি স্থিতবন্দী,
উনি যা পায়, তাই ফেলে দিব,
না হয় শেষে মেগে খাব,
আমি এমন ক'রে মন যোগাব কত দিন॥

গীত।

আমি এসেছি রাই দেখ নয়নে।
মিলি পদ্ম-আঁখি হের প্রিয়ধনে॥
অগ্রে তোমার জন্ম হ'লো,
ধরাধাম পবিত্র হ'লো,
এইবার অবতীর্ণ হবে কংসের কারাভবনে॥
ধন্য ক'র্‌বো দেবকীরে, ধন্য ক'র্‌বো যশোদারে,
গোলক ভাস্‌বে নয়ন নীরে, প্রিয়তমে নিশি দিনে॥
লীলাময়ী তুমি রাধে, লীলা খেলা খেলিতে সাধে,
ধরায় উদয় হও মন সাধে, কণ্ঠের এই ধারণা মনে॥

গীত।

বেঁধনা বেঁধনা আমারে।
বলি গো বিনয় ক'রে।
চারি যুগ আমি সহি গো ঐ জ্বালা,
বন্ধনে বন্ধনে আমার দেহ ঝালাপালা,
সত্যযুগে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বন্ধন করে আমারে।—
প্রহ্লাদ বন্ধন হ'তে সমাপন,
বীরশ্রেষ্ঠ বলী করিল বন্ধন,
তার বন্ধন না হ'তে মোচন,
ধ্রুব মোরে বাঁধিল ভক্তি ডোরে॥

এবে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হ'য়ে,
কত যাতনা থাকি স'য়ে,
এনেছে যশোদা বাধিয়ে,
নীলকণ্ঠ কহে বাঁধিব কি ডোরে ॥

গীত।

এই নাও মোহন-চূড়া বাঁশী।
দাওগে রাধার শ্রীপাদপদ্মে, মান হ'য়েছে অবিশ্বাসী ॥
বিদায় মাগী তব স্থানে, দাওগো বিদায় সরল মনে,
রব না শ্রীবৃন্দাবনে, হবো গিয়ে বনবাসী ॥
নির্লজ্জ পরাণ মম ইহাতে না যায়,
রাধা ব'লে ঝম্প আমি দিব যমুনায়,
সরল মনে গরল খাব, বিষ হ্রদে ঝাপ দিব,
না হয় অগ্নি মাঝে যাব, পুড়ে হবো ভস্মরাশি।
চূড়া দিমাম, বাঁশী দিলাম,
রাধায় গাঁথা বনমালা দিলাম,
নীলকণ্ঠ কয় বিদায় হলাম, হবো গিয়ে কাশিবাসী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীমতি রাধার বিরহ সঙ্গীত।

গীত।

সখি! আমায় ধর ধর।
উরু নিতম্ব হৃদি পয়োধর ভারে,—
ভূমিতে ঢলিয়া পড়ি॥
ছিলাম অন্য মনে, বেণু রব শুনে,
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে,
উহু মরি মরি, বাজিছে চরণে,
নব নব কুশাঙ্কুর।
ঘোরা তিমিরা রজনী সজনী,
না জানি কোথা শ্যাম গুনমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,
কাল হইল মোর॥
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নবজলধরে না হেরে নয়নে,
প্রাণ হ'তেছে অস্থির॥

মদন তাড়ন করে ঘনে ঘন,
তাহে চমকিত চরণ রতন,
খসিয়া পড়িছে কটির বসন,
শ্যাম প্রেমভরে।
যৌবন মদ, নারীর বিপদ,
প্রেমের পুলকে হ'য়ে গদগদ,
ইহারি কারণে নাহি চলে পদ,
গতি হইল মন্থর॥

গীত।

ক'ইরে মাধবি বিনোদ কালা।
কেবা নিল হরি, বল শীঘ্র করি,
হরি বিনা আমার প্রাণ উতলা॥
গোকুল চাঁদ গেছেন কোন গোকুল নগরে,
হৃদি বৃন্দাবন আমার অন্ধকার করে,
উহু মরি মরি বিরহ বিকারে,
দাসীরে করে নিরাস লীলা॥
কৃষ্ণ শোকে কাতরা অতি,
খুলিতে হইল হার গজমতি,
তবু না পূরিল শ্রীপদে মতি,
বসতি ঘুচিল কদম তলা।
নয়ন পলক করিতে না পারি,
হৃদে জাগে আমার সেই বংশীধারী,
প্রাণেশ্বর আমার মুকুন্দ মুরারী,
পদসেবা করে যত অবলা॥

কণ্ঠ কয় কৃতাঞ্জলি করি,
ধৈর্য্য ধর রাই চরণেতে ধরি,
আবার আসিবেন হরি এই ব্রজপুরী,
কেঁদনা কেঁদনা নৃপতি বালা॥

গীত।

শ্যামের সেই কালরূপ আমি ভুলতে নারবো কোনকালে।
যে যা বলে বলুক মন্দ ভুল্‌তে আমি নারবো ম'লে॥
কালো কালিন্দীতে যাব, কালো যতনে দেখিব,
কালো বঁধুর গুণ গাব, বসবো কাল তমাল তলে॥
কালো বঁধুর কালো ভৃঙ্গ কর্‌বো দরশন গো,
কালো চাঁদের গুণ সদা করিব কীর্ত্তন,
কালো মেঘ দেখ্‌বো চেয়ে, কালো কোকিল কোলে ল'য়ে,
কালো রূপে মন ভাসায়ে, ডাক্‌বো কলো কাল ব'লে॥
কালো বেশে, কালো কেশে, নোটনি বাঁধিব,
কালো কানাই মনে হ'লে এলায়ে দেখিব;—
কালো জগতের আলো, কাল রূপ হৃদি উজ্জল,
কালো ভেবে রাই কালো, কালো সে প্রাণের মূলে।
কণ্ঠ কহে হেরবো তরবো মরবো কালো সখার পদমূলে॥

গীত।

ব্রজেশ্বর ব্রজে নাই কেমনে ধৈর্য্য ধরি বল।
দিন দিন ক্ষীণ তনু হতেছে শোক প্রবল॥

কোকিল কাঁদে তমাল ডালে,
ভ্রমরা ভাসে নয়ন জলে,
আমি কাঁদি সদা বিরলে, ফেটে যায় মর্ম্মস্থল ॥
কে আছে এমন আপন,
এনে দেয় কালবরণ,
তাঁর অদর্শনে হই জ্বালাতন, ইন্দ্রিয় হয় অবশ সকল ॥
কারে বা বলি কেবা দুখের দুঃখি হ'য়ে,
কে আনিবে হরি মথুরাতে গিয়ে,
কণ্ঠ কহে রাধে সদয় হইবে,
বল আনিতে মোর নীলকমল ॥

গীত। (কীর্ত্তন)

কিবা অতি শীতল মলয়ানিল মৃদুমৃদু বহে না।
তাহে কোকিল নিনাদ, হলো পরমাদ, শ্যাম শোকে অঙ্গ দাহনা!
(আমার অঙ্গ জ্বলে গেল সখী) (মলয়-মরুত-বাতে)
ঐ দেখলো নয়নে, বঁধুয়া পানে, ক্ষণে ক্ষণে চাইছে,
নলিনী মলিনী, নহে বিষাদিনী, বঁধুয়া বদন চুমিছে,
(প্রাণ রাখা যায় কি সখী) (এ সময়ে রসময়ে হারা হয়ে)
কিবা নবঘন ঘন থন গরজন গগণ মাছার সখী,
মুদিত নয়নে মরি মরি মরি ময়ূর ময়ূরী দুঃখী,
(দেখ দেখ স্বজনী) (শিখি কুল প্রাণেতে ব্যাকুল)

কিবা যমুনারি বারি, ধিরি ধিরি ধিরি, গমন বিষাদ ভরে,
হা কেশব, হা কেশব, তরঙ্গ ক্রন্দন করে,
(দেখ দেখ সজনী) (যমুনা বিষাদিনী)
কমল কানন, মলিন বরণ, কমল নয়ন বিনা,
কণ্ঠের ভূষণ, নীলকণ্ঠ ধন, কোথা সখী বলনা,
(দেখবো তারে) (শেষের দেখা)

গীত।

হায়, শ্যাম শুক পাখী। ভুজ দাঁড়ে বাধা থাকি,
পালিয়েছে কাল, শিকলী কেটে, দিয়ে গো ফাঁকি।
আমরা স্বত্ব অধিকারী, তত্ত্ব ক'রে বেড়াই তাঁরি,
দেখলে পরে চিন্তে পারি, মনোচোরা আঁখি ॥
তোমরা কি দেখেছ পাখী, বঙ্কিম সুঠাম,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা তায়, লেখা রাধার নাম,
সদাই পাখী বাশীর স্বরে, রাধা রাধা গান করে,
কে ধ'রে হৃদিপিঞ্জরে দিয়েছে রাখি ॥
আজ ব'লে নয় চিরদিন, তার শিকলি কাটা রোগ,
একসমানে, কোনখানে, করেনাকো ভোগ,
থাকিতে দশরথ ভবনে, শিকলি কেটে পলায় বনে,
আবার পালিয়ে আসে বৃন্দাবনে, শুন নাই তাকি।
আমাদের সে পোষা পাখী, জানে সব লোকে,
শারী শুকে, মুখে মুখে, ছিল গোলকে,
সেই শারী শুককে না দেখে, সারা হ'লো ডেকে ডেকে,
খুঁজে বেড়ায় মনের দুঃখে, বনের সব শাখী ॥

গীত।

কেন গো রসময়, অসময় বাঁশী বাজালো।
অঘটন কি ঘটন, মন উচাটন করিলো॥
কি আছে শ্যামের মনে, জানিব তাহা কেমনে,
এ পিরীতি সঙ্গোপনে, আর না রহিলো॥
ক্রমে গুরু গঞ্জন, হ'লো নয়ন অঞ্জন,
কৃষ্ণ মনোরঞ্জন, এখন তাই লাগে ভালো।
কালিয়ে হৃদয় যার, মন কিসে বশ তার,
কালাকাল কি কি বিচার, কুঞ্জে যেতে হ'লো॥

গীত।

ধরহে ধর শ্যাম অধরে মুরলী।
শুনিতে বাঁশীর গান এসেছি এখানে চলি,
শুনেছি বাঁশীর গানে, মৃত প্রাণী পায় প্রাণে,
বাজাও যখন পঞ্চম তানে, যমুনা যায় উছলি॥
বংশী রবে কুল মান, জীবন যৌবন প্রাণ,
গোপবালাগণে দান, দিয়েছে পায় বনমালী॥
নীলকণ্ঠের আশা মনে, শুনিয়ে বংশীর গানে,
বিকাইব যুগল চরণে, আনন্দে হ'য়ে বিভোলী॥

গীত।

শ্যাম নাই বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবন দহিছে শ্যাম, বিচ্ছেদাগুণে॥
আর শ্যামের বাশী নাই, আর সে হাসি নাই,
বংশী স্বরে রাধা বুলি সাধা নাই ;—
যমুনা মধুর স্বরে, যায় স্রোত গমনে॥

কোকিলের সে ধ্বনি নাই, ভ্রমরের ঝঙ্কার নাই,
রাখালের সে উৎসাহ নাই,
ব্রজবালা যায় না আর, সে যমুনা পুলিনে॥
বৃন্দাবন হ'য়েছে নীরব, নাই শিখীর কে কা রব,
কণ্ঠ কহে হা কেশব, এ সব লীলা কি কারণে॥

গীত।

কেন মলিনবদন হেরি রসময়।
বল কি ভাবনা হ'য়েছে উদয়॥
যামিনীতে কামিনী ল'য়ে অতি সঙ্গোপনে,
বিহার ক'রেছ হরি, আনন্দিত মনে,
ছি ছি হে চিকণ কালো, এ কাজ কি ভাল,
প্রভাতে আসিয়ে কুঞ্জে, নিত্য ব্যাথা দাওহে রাধায়
বনমালী চতুরালি, খেলিবে আর কত দিন,
শোধিতে হইবে তোমায় প্রেমময়ী রাধার ঋণ,
হা রাধে হা রাধে বলে, ভাসিবে দুনয়ন জলে,
বেড়াইবে রাধার দায়।
সুন্দর কটিতটে পীতধটি নাহি রবে,
যোগীরাজ সাজ কোপিন, কটিদেশে আঁটিবে,
সুন্দর চাঁচর কেশ, মুড়াইবে হৃষিকেশ,
বিভুতি যতনে ল'য়ে, মাখাইবে সর্ব্ব গায়॥
আপনার ফাঁদে তুমি আপনি প'ড়েছ,
কণ্ঠ কহে ওহে বৃন্দে, ওরতো কিছু নাহি ভয়॥

গীত।

দিল কোন নরবর, সুখেরি শ্যাম সরোবর,
কদম্ব কানন উপরে।
মরি কি জ্যোতি ঝলমল, অগম্য অটল,
ফুটেছে কমল চারিধারে॥
তাঁর মূর্ত্তি কি নীরদ, কহ্লার কুমুদ,
কখন পরিস্ফুট উপরে।
তাঁর ভূজুক নয়ন, মদন খঞ্জন,
মগন হ'য়েছে তদুপরে॥
তার পঞ্চদিকে ঘাট, পঞ্চদিকে বাট,
যার যে ঘাটে বিচরে॥
তৃষ্ণার্ত্ত যে ঘাটে যান, সুখে করে জল পান,
কেউ বা প্রাণ হারায় পাথারে।
ঠেলি শৈবাল দল, ভকত মরাল,
সকাল বিকাল বিচরে॥
ও দাস গোবিন্দ অধীনে, কণ্ঠ দীন হীনে,
চিরদিন সুখে বিহরে সে সরোবরে॥

গীত।

তোমরা বল গো সখি, প্রিয় আমার কোন দেশে।
শুনিতে সাধ হয় গো আমার, যাব কুশল সন্ধানে॥

যোগিনীর বেশ ধরি, ভ্রমিব নগরে,
খুজিব সেই প্রাণ বঁধূ প্রতি ঘরে ঘরে,
যেথানে তার সন্ধান পাব,-সেইখানে আমি যাব,
কর্ণেতে কুণ্ডল নিব, বাঁধবো জটা কেশেতে॥
পাখী হ'য়ে উড়ে যাব, যেখানে প্রাণসখা পাব,
লুকাইবার নয় গো বৃন্দে, আছে ত্রনয়ন বাঁকা,—
যোগিনীর বেশে নিতি, প্রতি ঘরে ঘরে খুজবো,
নীলকণ্ঠ কয় এনে দিব, মন বাঁধা যার মন সরসে॥

গীত।

মরি মরি সখি, তমাল দেখে, আমার অঙ্গ পোড়ে।
মরি গো শ্যাম বিচ্ছেদ শরে॥
তমালের অঙ্গের বরণ, শ্যামের শ্যাম অঙ্গ যেমন,
তমাল করিলে দরশন, আমার অঙ্গ শিহরে॥
তমালতলে গুণনিধি, ভ্রমিতেন নিরবধি,
গিয়েছেন শ্যাম যে অবধি, সে অবধি যাইনে তমালের ধারে
তমাল বন তমাল তলা, ফুরায়েছে সে সব খেলা,
কণ্ঠ কহে চিকণ কালা না রহে তমাল ছেড়ে॥

গীত।

দুঃখিনীরে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।
ওহে নীরদ বরণ রসময়॥
না পেলাম যোগের তত্ত্ব, চাইনে ধন সম্পত্ত,
জীবন যাবার নয় কেবল মাত্র, প্রাণে ধৈর্য্য হয়।

কাষ্ঠ হ'লে পুড়ে ছাই হ'তো, পাষাণ হলেও গলে যেতো,
এতো গ'লবার নয়, পোড়বার নয়,
শুনহে রসময়, যেমন উল্কির কালি ধুয়ে তোলবার নয়॥
ভাল ব্যবসা পেতেছ রাধাকান্ত,কারে কাঁদাও কারে করশান্ত
পেতেছ ভবের,খেলা, ব্রহ্মাণ্ড তোমার লীলা,
নীলকণ্ঠ কয় যাবার বেলায়, যেন দেখা হয়।

গীত।

আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি।
বৃক্ষমূলে শাখা, শিখিপুচ্ছ পাখা, কৃষ্ণরূপ মাখামাখি॥
যে সময় আমি যে স্থানেতে যাই,
অধো উৰ্দ্ধ আদি দশদিকেতে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি।
নয়ন মুদিয়ে, থাকি যে সময়,
হৃদি মাঝে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়,
নীলকণ্ঠ কয়, মহা ভাবোদয় তন্ময় ভাবের শাখি॥

গীত।

প্রেমরত্ন ধন রাখিতে হয় গোপনে।
তারে করিয়ে সঙ্গোপন, ক'র্‌তে হয় আলাপন,
যেন নিরূপণ হয় না লোকের স্বপনে॥

যেমন অগ্নি রয় ভস্মে আচ্ছাদিত, কিন্তু দগ্ধগুণ থাকয়ে বিদিত,
যেমন প্রতিপদের শশী, না উঠে প্রকাশি, অথচশশীথাকে গগণে ॥
নীলকণ্ঠ কয় রাখিতে সদা, গোপনে হয় কথা কহিতে,
যেমন দর্পণের প্রতিকায়, সকলে দেখিতে পায়,
কিন্তু ধ'র্‌তে পারে না কোনজনে ॥

গীত।

কি কাজ ভূষণে; দরশনে।
কি ভূষণ এখানে আছে, সকল ভূষণ ল'য়ে গেছে,
নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ ভূষণ বাঁশীর গানে ॥
হৃদিপদ্মে শ্রীপাদপদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পাদপদ্ম ক'রেছিলেম, করিয়ে যতন,
(এখন) সে পদ্ম ছেড়ে, পদ্ম গেছে,
আর কি ভূষণ তাতে সাজে,
এ পদ্ম হৃদিত হ'য়ে আছে, পাদপদ্ম ভূষণ বিহনে ॥
দেহের ভূষণ ছিল গো, সেই কালাচাঁদের দেহ,
যে ভূষণ বিচ্ছেদে এখন সদা হ'চ্ছি দাহ,
আর কি পুনঃ পাব তাহে, মিলন করবো দেহে দেহে,
দেহের ভূষণ সাজাবে দেহে, শীতল হবে তাপিত প্রাণ ॥
তোমরা সহচরী সবে কর এই কাম,
আমার অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে লেখ কৃষ্ণনাম,
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে,
সেই নাম লেখ হৃদয় মাঝে,
কণ্ঠ বলে লেখা আছে, চেয়ে দেখ চরণ পানে ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যুগল মিলন বিষয় সঙ্গীত।

বৃন্দে গীত।

প্যারি! ঐ এলো তোর।
ও তোর লম্পট শঠ; শ্যাম নটবর,
পরবধূ বাসে ক'রে নিশি ভোর॥
ত্রিলোক রঞ্জন, তিলক অঞ্জন,
ঐ দেখ প্যারি হ'য়েছে ভঞ্জন,
কেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন, কি লাঞ্ছন,
সিন্দুরের চিহ্ন র'য়েছে কপালে ওর॥
সারা নিশি জেগে, আসিতেছে উঠি,
আসিতে অলস টলে পদ দুটি,
জৃম্ভন থাকি থাকি, চায় আঁখি উলটি,
র'হেছে ঘুমের ঘোর।
শ্রান্ত প্রাণকান্ত, প্রেমের অন্ত করি,
দেখে দুঃখ হয়, রাগে জ্বলে মরি,
ফুল শয্যা ক'রে দে, দে কিশোরী,
পাসরি যে জ্বালা দিলে কিশোর॥
গোপীর প্রেমভারে, তিন ঠাঁই ভঙ্গ,
প্রভাহীন প্রভাতে, ক'রে অপসঙ্গ,
ভারের উপর ভারে ভঙ্গ, সর্ব্ব অঙ্গ,
সে চাঁদ নয় যেন চোর॥

কমল বন উদ্দেশে, এসে পথ ভুলে,
প'ড়েছিল অলি, কেতকীর ফুলে,
কৃষ্ণ সেবার সে কি জানে গো গোকুলে,
ব'লতে পারি আমরা, করিয়ে জোর ॥

শ্রীকৃষ্ণ গীত।

ছিছি বৃন্দে কেন নিন্দে, কর অকারণে।
রাধাসতী মোর প্রেমের গুরু, জাননা কি তা নিজ মনে ॥
সুধাময়ী রাধা রসমই, আমি প্রেমাধীন তার হই,
প্রেমের কারণ সকল সই, জান সই কই চন্দ্রাননে ॥
উথলে যার প্রেমসিন্ধু, আমি হই তার প্রাণের বন্ধু,
প্রেমসিন্ধু আকর্ষণে ;—
প্রেমময়ী প্রেম আধিকা, আমার সেই প্রাণাধিকা ;
তারে প্রণাম কি নিন্দের কথা, ভনে কণ্ঠ দীন হীনে ॥

বৃন্দে গীত।

চিন্‌বে কিহে চিকোন কালা, কি ছিলে কি হ'য়েছ।
(তুমি) ছিলে রাখাল, নন্দদুলাল, সিংহাসনে ব'সেছ ॥
মনে নাই হে সে সব দিন, হ'য়েছে এখন সুখের দিন,
অসুখের দিন গেছে বঁধু, দিন কিনে এখন ব'সেছ ॥
শ্যামপাখীর এখন গেছে রাধাবুলী,
এখন ধ'রেছ শ্রীহরি কুবুজা বুলি,
সে বুলি মধুর বুলি, (বঁধু হে) অতি যত্নে তুমি শিখেছ ॥
ব্রজে ছিল রাখাল লীলা, মধুপুরে ভূপতি লীলা,
কণ্ঠ কহে নাই আর বেলা, (হরি)দীনের গতি কি ক'রেছ ॥

শ্রীরাধিকা গীত।

চিন্তে কিহে চিন্তামণি, পার এখন আমারে।
(তুমি)না চিনিলে চিনিতে পার, ব'সেছ যখন স্বর্ণাসনোপরে ॥
নাই এখন সে রাখাল বেশ, চারু চূড়া নাই হৃষীকেশ,
এখন রাজ রাজেশ্বরের বেশ, বেশ দেখে যাই লাজে ম'রে ॥
বেশ এখন হয়েছে ভাল, মাথায় তাজ চিকন কাল,
রূপে মথুরা হ'য়েছে আলো, যেন রাহু ধ'রেছে শশধরে ॥
অনেক দিনের আলাপ, তাই চিনেছি,
রাই রাজার খাতক তুমি, লুকাতে পার কি,
যাহ'ক ধ'রেছি আসামী পেয়েছি, চল ওয়ারেণ্টবন্দী হ'য়ে সত্বরে
রাইরাজা হয় বড়ই দোদ্দণ্ড, হ'য়েছে তোমার প্রতি রাগ প্রচণ্ড
পলে পলে করবে তার দণ্ড, নজর বন্দী ক'রে রাখ্‌বে নজরে।
তোমার পক্ষ যারা, তারা কত হে কয়,
তব দোষ ক্ষমিতে রাজার ধরে' পদদ্বয়,
কণ্ঠ কহে চিন্তা কি ভয়, চরণ ধরা যার স্বভাব হয়,
সে ধরিয়ে চরণ, তুষিবে রাজার অন্তরে ॥

বৃন্দে গীত।

রাই তোর হরি ধরে চরণে।
মান কিরূপ তোমার গো, চাইলি না শ্যামের পানে ॥
যাঁর চিন্তা জগতে করে, সে হরি তোর চরণ ধরে,
চিন্তামণি হ'য়ে সদা তোমার চিন্তা করে,
ওগো কেঁদে আকুল কালশশী, ধরায় ধরা যায় গো ভাসিয়ে,
চেয়ে দেখ গো রাইরূপসী, কাঁদাস না আর নীলরতনে ॥

কমল হ'য়ে কি ভ্রমর ত্যজে ও কমলিনী,
তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল মানিনী,
নীলকণ্ঠ কয় মনে ভেবে, এ মান ভুজঙ্গ হবে,
পালটিয়ে তোমায় খাবে, দংশাবে রাই তোর পরাণে।

সহচরি গীত।

মোহন চূড়া লাগে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যাথা পায়।
রাজার মেয়ে হ'য়ে প্যারী, যা করিস্ তাই শোভা পায়॥
যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায়, তার চূড়া ভেঙ্গেছিস বা-পায়,
তবু তায় চাইলে না কৃপায়,যাঁর পায় ধ'রে কেউ পা না পায়
যা কইতে তুই নারীর চূড়া, ভাঙ্গিলি গো তাঁর মাথার চূড়া,
শুনেছিস্ যে ভেঙ্গে চূড়া, কে কোথায় হ'য়েছে চূড়া।—
যে চূড়ায় তুই দিয়েছিস পায়, ত্রিজগৎ তাঁর পায় পিণ্ড পায়,
সুরধনী জন্মে যে পায়, তাঁর অপরাধ কি পায় পায়॥
ঐ কৃষ্ণধন হে পায় সে পায়, তা তুমি জানত প্রায়,
পায় ধ'রে তার ধরালি পায়॥
যাঁর সনে পূতনা দিল পায়, বকাসুর সমাজ পায়,
সুদন বলে ধরি দুপায়, তায় আর ঠেলনা দু-পায়॥

শ্রীরাধিকা গীত।

(হরি) তোমার লাগিয়ে।
নিলাম কলঙ্কের ডালি, লোকে দেয় গালাগালি,
আমি বেড়াই কুলি কুলি, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী ব'লে ছিল যারা,
এখন কর বাজায়ে হাসছে তারা; (হরি হে)

আমি লাভ করিতে এসে, গেলাম মূল হারায়ে,
কুলের তরি দিলাম অকূলে ভাসায়ে॥
আশার আশে একবার আশা করে সার,
আশার আসে এবার প্রাণ বাঁচানো ভার, (হরি হে)
আমার এই লাভ হ'লো, একুল ওকুল গেল,
কুলের তরি দিলাম অকুলে ভাসায়ে॥
নীলকণ্ঠ কয়, ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ,
মনে বড় আশা ছিল হলো ভঙ্গ,
যত কুলের কুলবালা, অবলা সরলা,
কাঁদিছে এখন তারা অকুলে দাঁড়ায়ে।

সকলে গীত।

রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল॥
সেজেছে ভাল যুগলরূপ সেজেছে ভাল॥
শ্যামের করে বাঁশরী, বামে রাই কিশোরী,
ব'য়ে যায় সুখের লহরী. শ্যাম ঢল ঢল॥
শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা, মাথায় ময়ূর পাখা,
তাহে রাধার নাম লেখা, করে ঝলমল॥
নাচে ময়ূর ময়ূরী, নাচে আর শুক শারী,
কিশোর সনে রাই কিশোরী, কিবা শোভিল॥
শ্যামের গলে বন ফুলের মালা, তাহে চূড়াটী হেলা,
কণ্ঠ কহে নাহি আর বেলা, হৃদি করহে আলো॥

সম্পূর্ণ।